মহাভারতী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কবিভ্রাতা

শ্রীমান্ কালিদাস রায়

করকমলেষু

"ইলাবাস" : হিন্দুস্থান পার্ক,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

গ্রন্থকার
বৈশাখ, ১৩৪০

সূচী

মহাভারতী

কর্ণ

—পাণ্ডুপুত্র সহোদর মোর ?—কুন্তী আমার মাতা ?
কর্ণের ভালে এ কি পরিহাস লিখিয়াছ, হে বিধাতা !
পৌরুষে শুধু সেবি' নিশিদিন
যে কর্ণ চিরসঙ্কোচহীন,
ভীষ্মসেবিত দুর্য্যোধনের শত্রুভয়ত্রাতা—
সেই শত্রু—সে সহোদর তা'র ?—শত্রু-জননী মাতা !

নহে, কভু নহে—মানে না কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তা'র ;
কোথা তা'র পিতা ? মাতা তা'র নাহি ;
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি'—
খড়্গ-খোদিত দুর্গম পথে বীর্য্যের অভিসার ;
ধিক্‌কৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানে না তা'র।

ইন্দ্রের তেজ, শিবের শক্তি, কৃষ্ণের মন্ত্রণা,—
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গণে সে আবর্জ্জনা !
অর্জ্জনই তার একক বিত্ত,
কৈতবহীন স্বাধীন চিত্ত,
নিজ ভুজবলে করে সে নিত্য শক্তির আরাধনা ;
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গণে সে আবর্জ্জনা !

বসুন্ধরার বীর্য্য-শুল্কে শুধু তা'র প্রত্যয় ;
বাহু ছাড়া তাই কোনো বিক্রমে নাহি তা'র পরিচয় ;
কৌশলে ?—তা'র চির ধিক্কার,
কারো কাছে কিছু নাহি ভিক্ষার—
কুণ্ডলসম সহজাত তা'র শক্তির সঞ্চয়,
অক্ষয় তা'র কবচের মতো অক্ষত প্রত্যয় !

—পূর্ব্ব-তোরণে দামামা বাজিল—আসে বা দুর্য্যোধন !
কল্য সমরে সেনাপতি মোরে করিবে, করেছে মন ;
নাহি সে ভীষ্ম—নাহি আচার্য্য,—
মোরই রক্ষিত এবে সে রাজ্য !
—সানন্দে তাই করিব গ্রাহ্য বন্ধুর আবেদন ;
পূর্ব্ব-তোরণে ডঙ্কা পড়িল, আসিছে দুর্য্যোধন ।

—বীর অর্জ্জুন—বীর বটে মানি,—বুঝি মোরই সহোদর !
জীবনের ভার সঁপি' গেল তা'র মাতা যে আমারি 'পর ;
—সেই সে কুন্তী—আমারও জননী !
জ্যেষ্ঠ পুত্রে শ্রেষ্ঠ সে গণি'
পার্থের প্রাণ ভিক্ষা মাগিল জোড় করি' দু'টি কর,—
হোক্ বীর, তবু গাণ্ডীবী মোরই কনিষ্ঠ সহোদর ।

মনে-মনে মাতা অর্জ্জুনে জানি' দুর্ব্বল মোর কাছে,
দূর করি' তা'র রাণীর গর্ব্ব তবে তো সে আসিয়াছে !
যা' চেয়ে নারীর নাহি কলঙ্ক,
যা'র বেশী তা'র নাহি আতঙ্ক—
মাতা হয়ে, হায় ! প্রকাশিয়া তাই, কৃপা মোর যাচিয়াছে,—
দুর্ব্বলতার সব কথা কহি' সূতপুত্রের কাছে !

—হায় রে, বিধাতা, কি দারুণ লিপি লিখিলি কর্ণ-ভালে !
সুর-নরে কেবা কোথা পড়িয়াছে হেন সঙ্কট-জালে ?
এক দিকে কাঁদে মায়ের মিনতি,
আর দিকে বাঁধে বন্ধু-বিনতি—
যে বন্ধু মোর অনন্যগতি আশ্রয় ইহকালে ;
ভাগ্য-বিধাতা, এ কি সঙ্কট লিখিলি কর্ণ-ভালে !

● ● ● ●

প্রভাতিলা নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব্ব-তোরণপারে,
যুদ্ধের কাড়া ফিরে' দিল সাড়া মিশি' নব হাহাকারে।
সারা রজনীর অনিদ্রাশেষে
ভীষণ ভ্রূকুটী ভরি' ভাল-দেশে
নমিলা কর্ণ সূর্য্যোদ্দেশে চাহি' পূর্ব্বাশাপারে :
প্রভাতিলা নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব্ব-শিবিরদ্বারে।

—হে জবাকুসুমসঙ্কাশদ্যুতি, হে সবিতা ! লহ নতি,
এ চিত্তভার নাশো আজিকার হানি' ও বরজ্যোতি।
পার্থ-কীর্ত্তি করিব বিজয়—
তব কাছে আজি প্রার্থনা নয়,
কর্ণের বাহু রক্ষিতে জানে আপনার সদ্‌গতি ;
এ আঁধারে শুধু পন্থা দেখাও, চরণে জানাই নতি।

কুন্তী জননী, পার্থ সোদর—করিনু অস্বীকার ;
মোরই 'পরে আজি অনন্তোপায় দুর্য্যোধনের ভার ।
রাজ্য ও মান যে-বা দিল দীনে,
তা'রে ছাড়ি' যাব হেন দুদ্দিনে ?
কৃতজ্ঞতার প্রতিদান ভুলি' দাতা হবে দুরাচার !—
দুর্য্যোধনের আশ্রয় সে কি করিবে অস্বীকার ?

না, না—তা' হবে না, পাণ্ডবে মোরে বধিতেই আজি হবে ;
ভুবনে সে মোর প্রতিদ্বন্দ্বী—ত্রিলোকে জানে তা' সবে !
দুর্দ্দম তা'র জয়ের গর্ব্ব
আজিকারই রণে করিব খর্ব্ব,
পার্থ-কীর্ত্তি লুপ্ত করিয়া ফিরিব সগৌরবে ;—
অর্জ্জুন-বধে দুর্জ্জয় খ্যাতি অর্জ্জিতে আজই হবে ।

—আজ মনে পড়ে—রাজ-সভাতলে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর ;—
পার্থের সেই অপমানে আজও জর্জ্জর অন্তর !
কৌশলে জিনি' মৎস্য-চক্র,
মোর পানে চাহি' হাসিয়া বক্র,
ভুবনধন্য পাঞ্চালীধনে বরিল সে বর্ব্বর,—
আজ মনে পড়ে সেই বঞ্চনা—কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর !

—সেই বঞ্চক—গাণ্ডীববলে, ভাগ্যের ফলে তা'র,
কৃষ্ণ-সারথি—সেথায় কর্ণে বীর্য্য-অহঙ্কার !
না থাক্ ভাগ্য, বীর্য্যেরই বলে
পাড়িব পার্থে এই পদতলে,—
প্রতিজ্ঞা মোর এ ভূমণ্ডলে রোধিবে সাধ্য কা'র ?
পার্থ-ভাগ্য ব্যর্থ করিয়া প্রতিশোধ ল'ব তা'র ।

—তবু, তবু মন বড় উচাটন মায়ের নয়ন-জলে,—
মাতা হয়ে সুতে ভিক্ষা মাগিল পড়িয়া চরণতলে!
যে কর্ণ কাছে কারো কোনো দিন
কোনো প্রার্থনা নহে ফলহীন,—
পুত্র হয়ে সে জননীর ঋণ শুধিবে কি বাহুবলে!
বীর্য্য তাহার কিসে পাবে পার মায়ের চোখের জলে?

* * * *

অস্ত্র-আগারে প্রবেশিলা বীর করিতে যুদ্ধ-সাজ;
যুদ্ধশেষের শেষ সেনাপতি আজি সে অঙ্গরাজ।
সহজাত দু'টি হেম-কুণ্ডলে
সহজ কবচে রবি-কর জ্বলে,
বাছি' বাছি' লয় সহস্র শর ভরি' শরাসনে আজ;
হস্তে বিজয়, ললাটে দীপ্তি—সূর্য্যেরই মতো সাজ।

—ওকি! কা'র ছায়া উঠিল ফুটিয়া সমুখে মুকুর 'পরে?
কর্ণ-জননী কুন্তী যে দেখি—নয়নে অশ্রু ঝরে!
পশ্চাতে ফিরি' হেরিলা চকিতে,—
কেহ তো কোথাও নাহি চারিভিতে।
—এ কি মোহময় মহা বিস্ময়! শিহরিলা ক্ষণতরে;
মুকুরের মাঝে মিলাইল ছায়া আপন মুখের 'পরে!

—নয়, কভু নয়,—এহেন সময় নাহি চিন্তার ঠাঁই;
বীর্য্যবৃত্তি কর্ণের মনে করুণার ক্লেদ নাই।
সতেজ স্বাধীন চির-নির্ভয়,
কিণাঙ্কী কর জপে শুধু জয়,—
বিশ্বভুবনে পার্থ-গরিমা নিজ্জিত আজই চাই—
বীর্য্যবৃত্তি কর্ণ-চিত্তে করুণার নাহি ঠাঁই!

* * * *

দুর্মদ বেগে বাহিরিলা বীর পশিতে দীপ্ত রথে,
—কে রে ভিক্ষুক, আসিয়া দাঁড়ালি আগলি' মধ্য-পথে ?
—"হে বিশ্বজিৎ, হে দাতাকর্ণ,
কৃপার্থী কর চাহে সুবর্ণ-
-কুণ্ডল আর কবচ তোমার,—দেহ দান গৃহাগতে।"
—আজানা ভিখারী, সহসা আসিয়া দাঁড়া'ল মধ্য-পথে !

থমকি' থামিল কর্ণ—শুনি' সে অদ্ভুত প্রার্থনা ;
—হায় রে, দৈব !—এই শেষ দিনে—এ কি রে বিড়ম্বনা !
প্রতিজ্ঞা ছিল ভিক্ষা-পূরণ,—
সে মহা-সত্য জানে ত্রিভুবন,
সেই অপরাধে ভাগ্য কখন করিয়াছে মন্ত্রণা—
পার্থবিজয় ব্যর্থ করিবে——হায় রে বিড়ম্বনা !

ভিক্ষুকবেশী ব্রাহ্মণ পুনঃ কহে মিনতির স্বরে,—
"কর্ণ কি তবে সত্যে হানিবে আপন ধনুঃশরে ?
প্রার্থনা মোর ফিরিয়া জানাই,
পূর্ণ না করো, বলো—ফিরে' যাই,
দাতা কর্ণের মিথ্যা বড়াই বুঝি' ল'য়ে অন্তরে"
ব্রাহ্মণবেশী ভিক্ষুক পুনঃ কহিল তীক্ষ্ণ স্বরে।

কবচের সাথে কুণ্ডল বীর ছিঁড়িতে কঠিন হাতে—
আকর্ণ ভরি' অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে !
মনে মনে ভাবে—এই তো সুযোগ,—
স্বর্গে মর্ত্যে যেথা অভিযোগ,
শক্তি সেখানে শুধু দুর্ভোগ অমোঘ ভাগ্য-হাতে !
কর্ণের মুখে অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে।

কর্ণ

—এই তো—এই তো সূর্য্যালোকিত মোরই প্রার্থিত পথ, —
ভাগ্যের বরে সার্থক হোক্ কুন্তীর মনোরথ !
বাঁচুক পার্থ   জ্যেষ্ঠ তো আমি,
শোণিতের সাথে কল্যাণকামী, —
যে স্নেহ-নির্ঝর অন্তরগামী, রোধে না তা' পর্ব্বত।
সম্মুখে মোর এই তো পেয়েছি শান্তির মহাপথ।

—জননি কুন্তি, পুত্রের হাতে লহ প্রার্থিত দান,—
বঞ্চিত যেথা মাতৃস্বর্গে, সে আজি ত্যজিবে প্রাণ
আদেশ তোমারি—'বাঁচুক পার্থ' !
—তাই হবে মাতঃ, কর কৃতার্থ
ভাগ্য-নিহত সূতপুত্রের বীর্য্যের অভিমান,
জননি কুন্তি, পাণ্ডবমাতা, লহ তাঁ'র শেষ দান।

—চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ —যেথা সে পার্থ আছে
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি বন্ধুর কাছে,
— সবই তো সমান— জয় পরাজয়—
অর্জ্জুন-বধ—আত্ম-বিলয় !
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা' বুঝিয়াছে,
— চালাও শল্য — দ্রুত, দ্রুততর—পার্থ যেথায় আছে।

দুর্য্যোধন

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে
            কালোয় মিলিছে রক্ত-রেখা ;
নীচে নির্জ্জনে প্রান্তর 'পরে
            কা'র ও-মূর্ত্তি লুটিছে একা ?
—কে আমি, জাননা ?   ভুলিনি সে নাম—
            রাজা আমি—রাজা দুর্য্যোধন ;
কুরুক্ষেত্র হয়েছে কি শেষ,
            কোথা আমি,—এ কি দ্বৈপায়ন ?
  মহিষি, মহিষি, রাণি ভানুমতি,
            কোথা গেলে সতি, দুঃসময় ?
  রথ, কোন রথ—সারথি, সারথি,—
            কৈ, কোথা গেল রক্ষিচয় ?
—উঃ—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—
            নাড়ীনেত্রের কে আসে ডাকি' ?
রাজার বীর্য্য, বীরের ধৈর্য্য—
            কেও আজি হা'র মানিবে নাকি !
—নহে, তবু আমি করিনা শঙ্কা,
            একাকী যুঝিব নির্ব্বিকার ;
অধর্ম্ম-রণে পরাজয় তবু
            করিব সবলে অস্বীকার !

•   •   •   •

—হায় রে ভাগ্য ! তাও যে পারিনা,
            ভগ্ন এ উরু ধূলায় লুটে ;—
আশ্রয়হারা বীর্য্য আমার
            হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে !

—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি,
পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,—
চোরের মতন দহিলি ধর্ম্মে
আপনার হাতে আগুন জ্বালি' !
—ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—
বায়ুপুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,—
কলঙ্কী ঐ পাণ্ডবনামে
ধিক্ ধিক্ তোর—শতেক ধিক্।
—বিশ্বে কি কা'রও চক্ষু ছিল না !—
হায় রে, বিশ্বে কেই-বা আছে ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত,—
কে ল'বে শাস্তি কাহার কাছে ?
—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ,
ক্রুর চক্রীর কুমন্ত্রণা ;—
'ধর্ম্মরাজ্য', 'ধর্ম্মরাজ্য'—
মুখে যা'র বাণী-বিড়ম্বনা !
—কৃষ্ণের সাথে দুষ্টের দল
সখা বলি যা'র দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক
চালায় তাদেরই হাস্যভরে !
—কোথা বলরাম উদার-বীর্য্য—
শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক ?
কুলপাংশুল এই তা'র ভ্রাতা
পক্ষপাতী এ প্রবঞ্চক !

—উঃ সেই ব্যথা, আবার, আবার !
        —কে ও ? কাছে এস, হে সঞ্জয়,
দুর্জয় তব দুর্যোধনের
        হের এই দশা-বিপর্যয় !

—কুরুকুল, সে কি নির্মূল হবে,
        কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি ?
বলো না মন্ত্রি, নিশ্চুপ কেন ?
        বুঝিবার আর আছে কি বাকী !

—ভাবিয়েছ মনে, দুর্যোধনেরে
        শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায়, তাত ! এই মৃত্যুর ক্ষণে
        আছে তা'র কোনো সার্থকতা ?

—আজ মনে পড়ে—সেই সভাগৃহে
        পিতৃব্যের যুক্তপাণি,—
এ দিনের কথা সেদিন বুঝিলে,
        কহিতে তাঁরে সেই তিক্ত-বাণী ?

—রাজবংশের সম্ভ্রম চাহি'
        তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে, —
দুর্যোধনের মর্য্যাদাবোধ
        কে না জানে তা'র শত্রুজনে ?

—ধর্ম্ম তাহার—কর্ম্ম তাহার
        রাজ-রাজেন্দ্র-যোগ্য সবই,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান,
        অর্থী ফিরিত অর্থ লভি'।

—ওহো, সেই কথা ? দ্যূত-ক্রীড়ার
ক্ষত্রাধিকার বিদিত লোকে,—
কে বলিবে পাপ ? কোনো অনুতাপ-
-বাষ্প তা' লাগি' নাহি এ চোখে !
—হিংসায় যদি গণ' অপরাধ ?
কাপুরুষ তুমি ;—সাক্ষ্য তা'র —
দেবতা-দৈত্যে নিত্য বিরোধ,
জ্ঞাতি হ'য়ে কিবা বাকী আর ?
—হিংসা ! জীবের সহজ ধর্ম্ম—
হিংসা-অন্নে পুষ্ট প্রাণ,—
ধ্বংসে যে তা'রা কালের কাম্য,
বংশে তাহারই মূর্ত্তিমান !

—পাঞ্চালী-কথা ? —তুলোনা মন্ত্রি !
পঞ্চপতি যে ছলনা করে,
যৌতুকসম কৌতুকে তা'র
চির-অধিকার বিধির বরে !
—রাজার ধর্ম্ম—সে যে শুষ্কতর,
কামের কামনা তাহার নয়,—
সারা জীবনের সে একনিষ্ঠা
তুমি জানো তাত, হে সঞ্জয় !
—কুন্তীতনয়, দ্রৌপদীপতি
কি নির্যাতন করিল তা'র ?
কুরুকুলপতি—রাজ্য তাহার
সমদর্শী সে —বসুধার !

—সূচাগ্রের ভূমি দিই নাই
পাণ্ডবে ? সে কি কৃপণ ব'লে' ?
দুর্যোধনের উদার হস্ত
কে না জানে এই পৃথ্বীতলে !
—তা' নয় মন্ত্রি,—ন্যায়ের দাবীতে
অধিকার চাহে শত্রুগণ !
প্রার্থনা হ'লে ?—রাজ্য বিলায়ে
বনে চলে' যেত দুর্যোধন।

—শুধু এক কথা—পারিনি ভুলিতে,
মন্ত্রি,—যা' আজও বিঁধিছে মনে,—
অভিমন্যুর হীন হত্যা সে—
সপ্তরথীর আক্রমণে !
—উহু, সেই ব্যথা ! উরু হ'তে উঠি'
মস্তকে পশি' ভুলায় সব !
অন্ধ নয়ন, কিন্তু এ মন,
কর্ণে পশিছে প্রলয়-রব !
—মন্ত্রি, মন্ত্রি—সব ছেড়ে গেছে ?—
সৈন্য কেহ কি নাহিক আর ?
—সংবাদ দাও, ডাকাও, ডাকাও—
এ কণ্ঠহার পুরস্কার।

ঊর্দ্ধ আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়
প্রান্তরশিরে বনের পারে,
দূরে হ্রদজল কালো হয়ে আসে
ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে।

কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর ভরি'
জ্বলে' উঠে শত আলেয়া-আঁখি,
নিশাচর যত হিংস্র শ্বাপদ
হুঙ্কার দিয়া ফিরিছে ডাকি'।

—সঞ্জয়, তুমি রহ ক্ষণকাল,
হয়-তো এ মোর শেষের রাতি!—
জয়-পরাজয়—প্রশ্ন সে নয়,
জানি, তা' তাঁদের জীবনসাথী
কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে,
স্বভাব-রাজা এ দুর্যোধন;
নিন্দা-খ্যাতির ঊর্দ্ধে তাহার
সর্ব্বশাসন সিংহাসন!

—শত প্রণিপাত জানাইও শুধু
পিতার চরণে মন্ত্রিবর,—
ব'লো—আমি সেই মহৎ পিতার
মহিমান্বিত বংশধর।
মৃত্যুরে আমি সহজ গর্ব্বে
নিত্যকালের ভৃত্য গণি,—
হরে সে জীবন, পারে না হরিতে
কীর্ত্তি—যা' তা'র চিরন্তনী।

—হউক পিতার নয়ন অন্ধ—
ভাগ্যের হাতে কি-বা না হয়?
পুত্রের 'পরে জানি স্নেহ তাঁর
অপার, তবু সে অন্ধ নয়!

২

শবরীর প্রতীক্ষা

পম্পাসরোবর তীরে সূর্যদেব অস্ত যা'ন ধীরে,
বুলা'য়ে আরক্ত কর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে,
শান্তির আশিস্ রচি'। ধূসর তরল অন্ধকারে
ছেয়ে যায় জল-স্থল অন্তরীক্ষ অস্পষ্ট আকারে।
চাহিয়া উষার দৃষ্টি স্ফুটমান কুসুমের পানে,
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে!
তীরাম্বুজ শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংসকারণ্ডবদল বিশ্রামের সাড়া পড়ে' আসে —
আকুল পাখসাট করে, বিস্তারিত সিক্ত পক্ষপুট,
শষ্পবক্ষে ঝিল্লিছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।

মতঙ্গের তপোবনে সান্ধ্য হোম হ'য়ে এল শেষ
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে, ধীরে ক'রি' নয়ন উন্মেষ
চলিলা তপস্বিবর মণ্ডপের ছাড়ি' দর্ভাসন,
যেথা দ্বারপ্রান্তদেশে নতজানু মুদিত-নয়ন
বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে দর্ভাসন 'পর.
—কহিলা উদার কণ্ঠে—বৎসে, আজি ল'ব অবসর
এদেহের উপভোগ, ত্যজি' দেহ সমাধি-আসনে।
ইহলোকের চিন্তা কিছু আর নাহি আজি মনে,
তোমার মঙ্গল ছাড়া, অনাথিনি শবর কুমারি,
আসিবেন আশ্রমে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী।
(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) । কি ভাবিছ মৌন মুখে ?

শবরী। কি ভাবিব? কিবা আছে আর?
প্রভু, পিতা,—এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার?
সকই সুবিজ্ঞাত তব চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যেদিন ও পাদপদ্মে পড়ি' তারে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি',—ইষ্টমন্ত্র সঁপি' তা'র কাণে,
আজন্ম-দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনাথা সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবনবাসে।
এক প্রশ্ন, গুরুদেব, আজ্ঞা কর, মনে যাহা আসে,—
কোন অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আছি ও-চরণে,
কেন বজ্র-সম বাণী যা'র লাগি' শুনিনু শ্রবণে,—
মৃত্যুসম গণি যাহা।

মতঙ্গ। অপরাধ? নহে অপরাধ।
—শান্ত হও, বৎসে, তুমি অনর্থক না গণ' প্রমাদ
যথার্থ এ উক্তি শুনি'। চিত্ত তব পবিত্র নিষ্কলুষ,
সর্বদোষস্পর্শহীন। তথাপি এ সম্বন্ধ নিষ্ফল,
ত্যজিব এ দেহবাস আপনারই অভিপ্রায়ক্রমে,
বারম্বার বলিয়াছি, তুচ্ছারে দেহ না শেষ, ভ্রমে।
অনিত্য এ দেহমায়া। তোমারে জানাই আশীর্বাদ—
পূর্ণ হোক ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক সাধনার সাধ।
সত্যের প্রত্যক্ষ হ'ক জীবনের অনুভূতিমাঝে
নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।

শবরী। পিতা, পিতা, কিছু জানিনা যে—
কে দিবে আমারে স্থান? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন?

শবরীর প্রতীক্ষা

মতঙ্গ বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমারে করিনু সমর্পণ,
আজি হ'তে সর্ব্ব কার্য্যে তোমারে সঁপিনু অধিকার,
—যোগ্য হস্তে, শুদ্ধ চিত্তে যদি তুমি পালো এই ভার,
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ, মর্ত্ত্যে যিনি মূর্ত্ত নারায়ণ,
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন,
স্পর্শে যাঁর সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃশ্য নিষাদে যিনি সখ্যে বাঁধি' বক্ষে দেন স্থান,
অনার্য্যের শাখামৃগ যাঁর প্রেমে বন্ধু প্রিয়জন —
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, ধ্রুব বাক্য মম,
প্রতীক্ষা করহ তাঁর। শিবমস্তু,—আসন্ন সময়।

(মতঙ্গের অন্তর্দ্ধান)

শবরী পিতা, পিতঃ! (ভূমিতে অবলুণ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)
রামচন্দ্র, রামচন্দ্র! সেই দয়াময়!—
শবরীর এ আশ্রমে? হেন ভাগ্য কবে হ'বে তার?
সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে জগৎ-পিতার?
... শান্ত হ' সন্দিগ্ধ মন! মিথ্যা নহে মহর্ষির বাণী,
সত্যদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু, জানি।
কি করিব? কোথা যা'ব? কি দিয়ে তুষিব দেবতারে?
কোন্ পথে, কোথা হ'তে, কেমনে সাক্ষাৎ পা'ব তাঁরে?
কি ফুলে গাঁথিব মালা? কোন্ বর্ণ মানাইবে ভালো
নবদূর্ব্বাদলদেহে? অবসিত দিবসের আলো
সন্ধ্যায় আসেন যদি? হেরিতে সে বরমূর্ত্তিখানি
কোন্ দীপ জ্বালাইব? কালো হাতে কোন্ অর্ঘ্য আনি'
কোথায় বসা'ব তাঁরে? কি বলিয়া করিব আহ্বান?
—পাদস্পর্শ করিব কি? অস্পৃশ্যা যে! তিনি ভগবান্।

শবরীর প্রতীক্ষা

—কোথায় সে সীতাপতি, দুর্জ্জয় অরিন্দম স্বামী ?
অপেক্ষায় কাটে দিন , অশ্রুধার চক্ষে আসে নামি'।
রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে,
নিশিজাগরণময়ী জাগি' শুধু কলঙ্কী নয়নে।

দিন যায়, রাত্রি যায় , দিনে-রাত্রে মাস যায় ঘুরে',
মাসে মাসে বর্ষ যায় , বর্ষে বর্ষে যুগ আসে পুরে' ।—
রাঘবের নাহি দেখা, আশ্রমে সে পদ নাহি পড়ে।
আর্ত্ত চিত্ত কাঁদিছে, শিশিরে বসন্তকান্তি ঝরে !
পুষ্পহীন লতামণ্ডপ , পক্ক ফলে আনত বিতান ,
শিথিল বল্কলমূল, ম্লান মালঞ্চ ম্রিয়মাণ ;
খসে' পড়ে জীর্ণ পত্র , বিগলিত লোল শুষ্কজাল,
—শবরীর মায়াবেশা অস্থিতে পরায় কঙ্কাল !
বার্দ্ধক্যে ভগ্ন দেহ , দীপ্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়নে ,—
আশ্রমকুটীরপ্রান্তে শবরী তথাপি একমনে,
দৃষ্টি মেলি' পথপানে,—কখন যে আসিবেন রাম ,
কোথায় চরণ পদ্ম ,—মুখে শুধু জপে তাঁরি নাম !
সুসজ্জিত পাদ্য অর্ঘ্য, সুবিন্যস্ত ফলমূলপাতি
নারিকেলপাত্রপূর্ণ সমাহৃত সরোবর-বারি।

দিন রাত্রি, রাত্রি দিন—জাগরণে অথবা তন্দ্রায়—
কোন্ শুভ ক্ষণে যদি রামভদ্র এসে ফিরে' যায়
মন্দপদে ! —মহর্ষি মতঙ্গের বাণী অতর্কিত ,—
শুভ আগমন তাঁর ঘটিবেই, জানি সে নিশ্চিত ,
—কিন্তু যদি প্রাণ যায় ! রাম, রাম, কৌশল্যানন্দন !
—অন্তরের চলে জপ—এস এস থাকিতে জীবন।

অশোক

ক্রুদ্ধ অশোক কলিঙ্গ রণে
ঘেরিয়া দন্তপুর,
অবরোধে ভরি' রচিল নগরী
নব অন্তঃপুর !
রুদ্ধ করিতে মুক্ত দুয়ার
পুরবাসী যবে আঁটিল দুয়ার,
ফুঁসিতে লাগিল শত্রুবাহিনী
রক্তপিপাসাতুর !

তিন মাস ধরি' মগধসৈন্য
আগলি' রহিল দ্বার ;
নগরবাহিরে বাহিরিয়া আসে —
এমন সাধ্য কা'র ?
অসহ্য কষ্টে স্বেচ্ছাবন্দী—
তবু চাহিল না করিতে সন্ধি,
জেতার চক্ষে বিপক্ষগণে
করিল অস্বীকার !

দুর্গ-কবাট প্রতিজ্ঞাসম
কিছুতে দিল না পথ,—
বন্যার মুখে শিলা-গাঁথা যেন
হিমাদ্রি-পর্ব্বত !
ক্ষুব্ধ নৃপতি অসমশক্তিমান
গর্জ্জি' উঠিল সিংহ-সমান—
"সারা কলিঙ্গ করিয়া শ্মশান
পূরাইব মনোরথ ।"

দিকে দিকে ধেয়ে চলিল অমনি
অসংখ্য সেনা তা'র ;
কুণ্ঠাবিহীন লুণ্ঠনে উঠে
ঘরে ঘরে হাহাকার !
কোথায় শস্য, কোথা সম্পদ্—
শূন্য হইল যত জনপদ ;
চারিধারে বেড়ি' বিজয়ী সৈন্য
সাধে শুধু সংহার !

রাজ্য জুড়িয়া রাত্রিদিবস
শুধু হায় হায় রব ,
শোণিতপঙ্কে সারা কলিঙ্গে
প্রলয়ের তাণ্ডব !
ভরি' উঠে দেশ কি সাজ সাজে ,
শোনে তা' অশোক তৃপ্ত পরাণে,—
যত শোনে কানে, তত বেড়ে' উঠে
বিজয়ের উৎসব !

কিন্তু কে ঐ ?— দেখ' তো নি'য়ে—
কিসের ভিক্ষা চায় ?
চোখ দু'টি এর বড় সুন্দর, —
বিহ্বল করুণায় !
বৌদ্ধ ভিক্ষু ?—আমার এখানে ?
শুধা'য়ে দেখেন কি বারতা আনে ।
নূতন কথা এ'ল সন্ধানে,
ব্যর্থ না ফিরে' যায় ।

অশোক

—না, ও কিছু নয়—মিথ্যা সময়
লইও না সন্ন্যাসী ;
যুদ্ধাবসানে সংবাদ ল'য়ে
সাক্ষাৎ ক'রো আসি' ;
বক্ষে রঙীন আজি এ গোধূলি,
শান্তির কথা রাখো তব তুলি',
—খাদ্য-পানীয় চাহ যদি, লহ,
থাকো যদি উপবাসী।

—কি বুঝিবে তুমি, হে সর্বত্যাগী,
ভারতের সম্মান ?
দেশমাতা মোর শুধু কি জননী ?
—সে মোর মনঃপ্রাণ !
শক্তির মূল, মুক্তির আশ,
চক্ষের আলো, মর্মের শ্বাস,
জাগত আমার বিশ্বাসী বুকে
স্বর্গের সন্ধান !

—জানো কি, অশোক আত্ম-জাতক
সেই ভারতের পায়ে ?
রক্ততিলক পরালো সে যারে
বলি দিয়া নিজ ভায়ে !
তার কলিঙ্গ—কি তার মেদিনী !
পাদপীঠে তার ত্রিজগৎ জিনি'
বিশ্বের রাণী চাহে সে করিতে
সাজাইয়া সেই মায়ে !

২

সেদিন আকাশে মেঘ করেছিল,
ফাঁকেতে ফুটিল তারা ;
থেকে থেকে বয় এলোমেলো বায়—
উদাসীন দিশাহারা !
শিবিরবাহিরে প্রস্তরাসনে
সম্রাট একা ভাবে আনমনে,
—ঐ যে ঊর্দ্ধে নীরব দৃষ্টি—
অতি দূরে—ওরা কা'রা ?

—মনে পড়ে' যায় সহসা প্রেয়সী
মূর্ত্তি সুনন্দার—
তিষ্যরক্ষিতা সে সীতারেই মতন,
—দুঃসহ দুখভার !
পত্নীরে যা'র হেন ব্যবহার—
সাজে কি তাহার রাজ-অধিকার ?
—ভাবিছেন নাকি এও কি রে মনে
নিজেরই অত্যাচার !

—সুত মহেন্দ্র, কন্যা মিত্রা—
একে একে তা'রা আসি'
কলিঙ্গজয়ী রাজা অশোকের
চক্ষে উঠিল ভাসি' !
—ওরে আত্মঘাতী, ওরে উদাসীন,
তোরি সন্তান—তা'রা আজি দীন !
মূঢ় সম্রাট ! এই আদর্শে
ভুলাবি জগৎবাসী ?

অশোক

সেই বীরসেন—করুণ হৃদয়—
এতেক দর্প তার!
—মুখের বাক্য সহসা ফলিল
বাহিরের হুঙ্কার!
কলকোলাহল বিদরে গগন,
স্খলিত পুষ্প, ধ্বনিত পবন,
ফিরিতে বাহিরে আসিয়া অশোক
নেহারিল চারিধার।

রাত্রির ভালে লক্ষ মশালে
চক্ষে পড়িল ধরা—
পুরদ্বারের পুরোভাগভূমি
অশ্বারোহীতে ভরা!
বঙ্গভূমির তরবারি-ফাঁকে
উর্দ্ধে দুলিছে সবুজ পতাকা!
—ঐ বীরসেন—জ্যোতিষ্কসম—
শ্বেত উষ্ণীষ-পরা!

মশাল-আলোকে চমকিয়া চোখে
উচ্ছ্রিত তরবার
অপ্রস্তুত মগধসৈন্যে
কাটি' চলে চারিধার!
ঘন ঘন উঠে বঙ্গের জয়,
মৃত সেনাদলে হানি' বিস্ময়,
নিজ বল ল'য়ে পশেছিল বীর
যেথায় পুরদ্বার।

শুধা'ল মন্ত্রী—এই কি শাস্তি
বিশ্বাসঘাতকের ?
উত্তর এল—ভাবিনি সে কথা—
ভেবেছি বীরত্বের !
স্তব্ধ মন্ত্রী ভাবে, —এ কি কথা !
কোন পথে পা'ব মনের বারতা ?
মৃদু গম্ভীরে রাজা কহে ধীরে—
রাত্রি হয়েছে ঢের !

৪

অর্দ্ধরাত্রে উদিল চন্দ্র
দুর্গপ্রাকারপারে ;
প্রেতের মতন শোভিছে শিবির
আবছা অন্ধকারে ;
প্রহরী হাঁকিছে দণ্ডে দণ্ডে,
ঘণ্টা বাজিছে কাংস্যকণ্ঠে ;
একা সম্রাট স্তব্ধ বিরাট
চাহি' ব্যোমপারাবারে !

দূরে উঠে গান —"কেন মিছে, মন,
দুঃখের ভার বহ ?
মুক্তিসাগরে কর নির্ব্বাণ
বাসনা দুঃসহ ;
প্রতি নিঃশ্বাসে দিন যে ফুরায়,
ডাকো তা'রে — যে বা যাতনা জুড়ায়
—প্রভু সুগতের স্তুতি যাহা পায়
লহ রে—শরণ লহ !"

গান নয়, যেন কাঁদিছে করুণা
বেদনা-সাগরতীরে ;
স্তব্ধ বিমান, নিশীথের প্রাণ
গলিছে শিশিরনীরে !
রাজা অশোকের বজ্রবক্ষে
মর্ম্মপুরীর কক্ষে কক্ষে,
'ফিরে' 'ফিরে' করে পরশন তা'রি
বার-বার ধীরে-ধীরে ।

৫

দু'টি বৎসর গেছে তারপর
কলিঙ্গ-রণ-ভূমে ;
জেগেছিল যারা বিশ্রামহারা,
ঘুমায় গভীর ঘুমে !
সম্রাট তা'র যজ্ঞের শেষে
বিজয়মাল্য পরিয়াছে কেশে ,
সবসাধনার শেষের আহুতি
নির্ব্বাণ চিতাধূমে !

কলিঙ্গ শুধু সিক্তনয়নে
চাহিয়া ঊর্দ্ধপানে,—
মরুভূমি যেন নির্মেঘাকাশে
দৃষ্টিশায়ক হানে !
মাঠে নাহি ঘাস, পাতা নাহি গাছে,
শূন্য পুরীতে মহামারী নাচে !
শ্রান্ত অশোক ঘুরিছে আপন
কীর্ত্তির সন্ধানে !

—ঐ সে কীর্তি !—মৃত্যুভবনে
জননীর বাহুপাশে—
শবের বক্ষে—শিশু-কঙ্কাল
চুমিছে স্তন্য-আশে !
—কে বা তা'র কাছে তরুণী তাপসী
করুণ নয়নে কাঁদিতেছে বসি' ?
—ঐ না মিত্রা—আপন পুত্রী—
শ্মশানসেবার বাসে !

—ঐ সে আবার !—অন্য পুরীতে
ছিন্ন মূর্তিখানি !
থাকিতে জীবন, হিংস্র শ্বাপদে
কা'রে করে টানাটানি ?
নিরস্ত্র দেহে নাহি কোনো বল,
কে কারে নিবারে ? সে আশা বিফল !
শ্বাপদের চোখে পড়িল নৃপতি
'নিজ অন্তরবাসী !

—ঐ আরবার !—মৌন নগরে
শূন্য প্রাসাদসারি ;
রিক্ত কক্ষে মুমূর্ষু তা'র
চাহে পিপাসার বারি !
মুণ্ডিতশির শিশু-সন্ন্যাসী
ব্যস্ত ব্যাকুল জল দিল আসি',—
মূর্তির পানে চাহিয়া অশোক
চিনিল কুমারে তা'রি !

তীর্থ ভ্রমণ শেষ নাহি হয়
কীর্তি তীর্থে আর,
ঘুরে' ঘুরে' দেখে সম্রাট তাঁর
সর্বজিত ভাণ্ডার!
খুঁজিয়া মন্ত্রী পশিল সেথায়,
কহে —মহারাজ, লগ্ন যে যায়।
এই বেলা জয় না করিলে নয় —
সুযোগ মিলেছে তা'র।

কানে আসে গান "রাজার পুত্র
ভিখারী সেজেছে আজ!
ছিল নবরাজ, আজি বিশ্বের
মহারাজ-অধিরাজ।
সব মিছে, শুধু দুঃখ সত্য—
জানিয়াছে সেই পরম তথ্য;
সবার দুঃখে, সবার বক্ষে
জাগিছে তাহারি কাজ!"

—হা হা করি' হাসি' কহিলা অশোক —
মন্ত্রি, আরো কি চাই?
আজিও তোমার মহামনস্কাম
হ'ল না কি নির্বাহ!
শোনো— আমি নর, নহি নরপতি,
ঐ সে মনুষ্য দেহ দুর্গতি!
মন্ত্রি, কোথায় ফিরাবে আমারে?
হইয়াছে গৃহদাহ।

অশোক

—জননী ভারত, নূতন ছন্দে
এবারে গাঁ'ব মা গান !
তারে বাণী নত, দেবী ক'রে আজি
দিব তোরে সম্মান ।
ভুলে'ন অশোক অতীতের পণ,
রণজয়ে আর নাহি তা'র মন ;
ধর্ম্মবিজয়ে জিনিয়া ভুবন
চরণে করিবে দান ।

জয়-পরাজয়

কলিঙ্গরাজ পড়িয়াছে রণে
　　　　শত্রুর অসিঘাতে,
আহত কুমার শক্রাদিত্য,
　　　　সেও ধরাশয্যাতে!
বাঙ্‌লার বীর বীরসেন ছাড়া
　　　　বীর নাহি কেহ বাকী,—
পড়িতে পড়িতে হয়ে গেছে যেন
　　　　শেষবেলাকার রাখী!

গরজি' উঠিল মগধসৈন্য—
　　　　জয়, আমাদের জয়!
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিল সে ধ্বনি
　　　　ঊর্দ্ধে আকাশময়।
বীরসেন শুধু বারেক চাহিয়া
　　　　দুর্গপ্রাকারপানে,
বজ্রের মতো পড়িল আসিয়া
　　　　শত্রুর পানাবাবে।

কলিঙ্গসুতা কুমারী প্রজ্ঞা—
　　　　বঙ্গের ভাবী-বধূ—
শত্রুর মুখে কালকূট যেন,
　　　　মিত্রের বুকে মধু—

পঞ্চহাজার সখীসঙ্গিনী ;
রণরঙ্গিণী সাজি'
স্বর্গ হইতে বৃষ্টি-পুষ্পে
নীরবে বরিল আজি।

শক্তিরও সীমা আছে রণভূমে ;
সহস্র অরি নাশি',
—সেই বীরসেন—বর্শা-আঘাতে
প্রাণ দিল শেষে হাসি'।
গর্জ্জি' উঠিল আবার মগধ—
জয়, অশোকের জয়!
রমণীকণ্ঠে ডাকিল সে ধ্বনি—
নয়—নয়, কভু নয়!

—নয়, নয়, নয়—ঝঙ্কারে ফিরে'
পঞ্চহাজার নারী!—
নহি পরাজিত—করি না স্বীকার
শত্রুর তরবারি!
—চণ্ড অশোক, ভণ্ড অশোক,
মিথ্যা জয়ের রাজা,
লহ আজি শিরে, ভ্রাতৃহন্তা,
নারীহত্যার সাজা!

বলিতে বলিতে মুক্ত দুয়ারে
দৃপ্ত কৃপাণ ল'য়ে,
অশ্বারোহণে কুমারী প্রজ্ঞা
আসিল বাহির হ'য়ে!

চিরজয়ী বলে— আজি যে জীবনে
প্রথম মানিল হার,
অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ জানি এ
নারীর তিরস্কার!

—এত কহি' বীর, অশ্ববাহিনী
প্রজার সম্মুখে,
ত্যাগ করি' অসি নিরস্ত্র হাতে
দাঁড়াইল হাসিমুখে।

পক্ষে তাঁর হাঁকিলা প্রজা
কাপুরুষ, অসি লহ,
রমণীর প্রতি হেন অবজ্ঞা
দশগুণ দুঃসহ!
পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা,
নৃশংস, জেনো তবু—
নিরস্ত্র জনে কলিঙ্গ-নারী
অস্ত্র হানে না কভু!
দস্যু, তোমার দুঃসহ অসি
তুলি' লহ শেষবার,
নারীর হস্তে হোক সমাপ্তি
স্পর্দ্ধিত হিংসার!

—প্রতিজ্ঞা করি' ছেড়েছি যে অসি,
আর না লইব তুলি'—
কহিলা অশোক—আসুক শাস্তি,
হেলিবে না অঙ্গুলি!

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা, বাসনামত্তা
বাসবদত্তা নারী।
হে নয়নরমা কর মোরে ক্ষমা—
তোমারে চিনিতে নারি।
মণিকাঞ্চন রতনভূষণ,
বিচিত্র বেশবাস,
অতৃপ্ত মন রূপ-যৌবন,
অকুণ্ঠ অভিলাষ;
পুষ্পিত পাণি গুম্ফিত বাণী,
কৌতুকরস-ফাগ,
নৃত্যললিত বাহুবলয়িত
সঙ্গীত চিত্তরাগ;
কুঞ্জ-ভবন মধু পবন,
গন্ধ-প্রদীপ-ভাতি,
পুলকোচ্ছল দ্যুলোকোজ্জ্বল
উন্মদ মধুরাতি;—
বাসবদত্তা বিলাসমত্তা,
বাসবদত্তা নারী!
ক্ষমা কর অয়ি বিভ্রমময়ী—
চিনিতে যদি না পারি।

বাসবদত্তা আসবমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
বহু চিনবায়, বাহির যে যায়—
তবু তো চিনিতে নারি ।

পূর্ব আকাশে অরুণ-আভাসে
ফুটিছে জবার হাস,
একে একে খুলে' পড়ে পদমূলে
তামসী নিশির বাস ;

অচেনা আলোকে পড়েছে কি চোখে
কেন কোনো রূপরাশি,—
যা'র মহিমায় ভুবন ভুলায়,
টলায় মুখের হাসি ?

—যে রূপের পাশে আঁখি মুদে' আসে,
খোলে হৃদয়ের দ্বার,—
নিত্য মনে হয় যত পরিচয়,
গত সুখসম্ভার !

বাসবদত্তা প্রমোদমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
এ কি অপরূপ ! তোর তব রূপ
চিনিয়া চিনিতে নারি !

কষ্টি-পরীক্ষা

দিন নাই, রাত্রি নাই — কাগজে কালির মাখামাখি —
দেশ দেশ দেশ!
দেশ কোথা, দেশ কা'র? কা'রে এই ব্যর্থ ডাকাডাকি —
অক্লান্ত অশেষ?
চিনিনা—জানিনা যা'রে, বুঝি নাই কভু কোনদিন
যা'র মৌন ভাষা,
অস্পৃশ্য যাহার ছায়া, তবু যা'রে রাখিয়া অধীন
সাধি স্বার্থ-আশা;
সুখ দুঃখ দূরে থাক্, যাহার মমত্ব কোনো কালে
পুষি নাই বুকে—
তা'রে ল'য়ে এই খেলা জুয়াড়ীর অক্ষ-ক্রীড়া-জালে
নির্লজ্জ কৌতুকে!
যে কালি কাগজে মাখি, কলঙ্ক তাহার দশগুণ
মাখিয়া ললাটে,
ভাবি—নিজ জয়ধ্বজা উড়াইনু অক্ষয় নিপুণ,
এই বিশ্ব-হাটে!

এত অন্ধ নহে বিশ্ব, বিশ্বাসিবে কভু কোনোকালে
হেন পরিহাস,—
পৌরুষবিহীন ক্লীবে বিরচিবে ধরিত্রীর ভালে
শৌর্য ইতিহাস!

কষ্টি-পরীক্ষা

বীর্য্যভুক্তা বসুন্ধরা—বীর্য্যে শুধু করে অর্ঘ্যদান
শ্রদ্ধামুগ্ধ চোখে,
দেশে দেশে, যুগে যুগে বীর্য্যবান বিজয়-সম্মান
লভে বিশ্বলোকে।
বলিষ্ঠ তাদের শক্তি মনুষ্যত্বে বরি' একদিন
পূজিল ব্রাহ্মণে,
বলিষ্ঠ তাদের শক্তি ক্ষাত্রবীর্য্যে বসা'লো স্বাধীন
রাজ-সিংহাসনে।
অন্তঃসারশূন্য দম্ভ—বাহিরে যা' করে আস্ফালন
স্বার্থ-কোলাহলে,
যথার্থ শক্তির কাছে সে কেবল মুণ্ড আভরণ
চণ্ডিকার গলে!

খদ্যোৎ নকল অগ্নি, যতই করুক বারম্বার
দীপ্তি-অভিনয়;
—নগণ্য রাত্রির কীট, অন্ধকারে তুচ্ছতা তাহার
দগ্ধ হ'য়ে লয়!
একবিন্দু দাব-বহ্নি মহারণ্যে করে ভস্মসাৎ
খাণ্ডবের মত,
সভয়ে পলায় প্রাণী লভি' রুদ্র সংহার আঘাতে—
মৃত্যু বেত্রাহত!

বাহিরে চক্কার নাদে আপনারে করি সে প্রচার—
স্বদেশের নামে,
বুঝি না—হাসিছে পুপ্পি বাতুলের দেখি' ব্যবহার,
দক্ষিণে ও বামে।

ত্যাগের গৈরিক-সূত্রে প্রতিষ্ঠার পতাকা রচনা—
ভুবনে বিদিত ;
মরণের কষ্টি-তলে যথার্থ নিষ্ঠার খাঁটি সোণা
চির-পরীক্ষিত।
শাশ্বত কালের কোলে এ সত্যের কভু কোনোদিন
হয়নি ব্যত্যয়,
প্রাণের সীমানা ছাড়ি' প্রেম তবে হ'য়েছে কঠিন—
তাই সে অক্ষয়।
প্রেমহীন প্রাণহীন শক্তিহীন বাক্য যা'র বল,
ভিক্ষা যা'র কাজ,
বুদ্ধি যা'র স্বার্থ সংকু, কীর্ত্তি যা'র সঙ্কীর্ণ কৌশল,
দাস্যে নাহি লাজ :
যা' খুসী বলুক কিম্বা যা' খুসী করুক্ অভিনয়,
যথা-ইচ্ছা তা'র,
দেশের সন্তান বলি' সে যেন না দেয় পরিচয়
বিশ্বে আপনার।

৫

আগুন লেগেছে ঘরে,—তবু যা'রা নিশ্চেষ্ট অন্তরে,
জড়িত তমিস্রা তলে নেমে চলে সুষুপ্তির স্তরে,
তা'দের জাগাতে হবে মেঘাচ্ছন্ন কালরাত্রিরূপে
কঠোর বজ্রের রবে,—যুগান্তরী ঝঞ্ঝার তাড়নে!

হা মুগ্ধ ভারতবর্ষ! ত্রিংশকোটি সন্তানজননি।
দীর্ঘ শতাব্দীর ঘুমে আজও কি মা, র'বে অচেতনই!
—শক্তি তব সুপ্ত, জানি, আত্মহারা বিস্মৃতির তলে,
ধর্ম্ম অবরুদ্ধশ্বাস সংস্কারের পঙ্কিল পল্বলে,
ক্ষয়খিন্ন আত্মগোত্র, ভেদছিন্ন গৃহ-পরিজন,
সাহিত্যের শুষ্কভারে মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্নবন্ধন,
নিজগৃহে পরবাসী তোমারি কর্তৃত্বহীনতায়,
অভাবের নাগপাশে বাড়ে যা'রা চিন্তাদীনতায়,
তোমারি স্নেহাঙ্ক ক্রোড়ে, শাসনসম্ভীত কণ্ঠ তুলি'
তুমিই কি তাহাদের কোনোদিন ডাকিয়াছ তুলি'?

সে দোষের শাস্তি বুঝি দিতেছেন নিজে ভগবান,
ঈর্ষার কণ্টকে তেঁই শরশয্যা সারা হিন্দুস্থান,
লক্ষ্মীর আবাসভূমি লক্ষ্মীছাড়া তাই—পরগেহ,
খণ্ডিত দুর্ব্বলদলে পদাঘাত করিছে যে-কেহ!
তস্কর লুকা'য়ে ফিরে, হাসে দস্যু পূর্ণযোগ জানি',
ঘরে ঘরে মহামারী নিরন্তর করিছে টানাটানি;

সমীরণ

হে সমীর, হে পবন, হে বিশ্বের পরম নিঃশ্বাস!
শ্রদ্ধাভরে তোমাপরে অন্তরের রাখিয়া বিশ্বাস,
ধরণীর প্রান্ত হ'তে আজি তব পাঠ উচ্চ স্তুতি —
তব সুদক্ষিণ স্পর্শে পূর্ণ হোক্ প্রাণের আকুতি।
অষ্টমূর্তি মহেশের শ্রেষ্ঠ মূর্তি তুমি প্রাণবায়ু —
তুমি সৃষ্টি-আয়ু!

বারবার আজি বারম্বার
তোমারে জানাই নমস্কার।

রাত্রিদিন যুগযুগ আলো, অন্ধকারে,
বিধূনিত ব্যোমপারাবারে,
তোমাতে করিয়া ভর মন্দাকিনী, নক্ষত্রের পথ,
মহাকালরথ!
সংখ্যাতীত জীবযাত্রী দলে দলে নামি' ঘাটে ঘাটে
চলে সাথে-সাথে।

তোমারে জানাই নমস্কার।
বারবার ওগো বারম্বার।

সৃজনের কথা গীতে তুমি চির-অফুরন্ত সুর
ভীমকান্ত উদার মধুর;
বিশ্ববাঁশরীর রন্ধ্রে তুমি নিত্যবাণী,
নব নব ভাবে রসে তরঙ্গিত সৃষ্টি তব চলিয়াছ টানি',
কালের কালিন্দীতীরে জন্মহীন অনন্ত কিশোর,
মুরলী করিছ চিত্তচোর!

বারবার ওগো বারম্বার
তোমারে জানাই নমস্কার।

সমীরণ

প্রভঞ্জনঝঞ্ঝাবেগে কভু তব রুদ্র পদক্ষেপ —
শঙ্করের জটাজুটে যেন-বা ভুজঙ্গগরজনি
শুনি মহাপ্রলয়ের মাঝে ;
মৃত্যুর ডমরু বাজে ক্রন্দনের মহাসিন্ধুমাঝে
হায়-হায়-হাহাকারে ভরা !
চরাচর কেঁপে উঠে শঙ্কাকুল ত্রস্ত বসুন্ধরা।
তোমারে জানাই নমস্কার—
বার বার ওগো বারম্বার।

ওঙ্কারের মন্ত্র তুমি, হুঙ্কারের বাণী,
হিন্দোল ছন্দের তব কম্পাতুর শঙ্কিত পরাণী
মরণের নাভিশ্বাস টানে ;
প্রেমের অঙ্কুর পশে বাঁশি পাশে প্রেমিকের প্রাণে,
অঙ্গনে দুন্দুভি বাজে, পতপত উড়িছে পতাকা,
সদ্যবিধবার কেশ ভূমিতে লুটায় এলোমাথা।
তোমারে জানাই নমস্কার—
বারবার ওগো বারম্বার।

জীবনের জন্মদাতা - পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন,
আজি যাঁরা স্বর্গবাসী, ধরণীর কাটিয়া বন্ধন,
মুহূর্তের দেখা তাঁরে মিলিবে না এ মর ধরায়, —
তাঁদের স্মরণ করি' জলদান করি যা' শ্রদ্ধায়,
অগ্নিমুখে করিয়া বহন
তুমি তাই করো নিবেদন
ঊর্দ্ধলোকে, ধরার অমৃত বার্তাবহ।
আমার প্রাণের অর্ঘ্য লহ।
বারবার ওগো বারম্বার—
তোমারে জানাই নমস্কার।

—ভালোই গেছেন, আমার মতন পাপী তো আর নয়,—
নইলে যা' সব ঘট্‌ল পরে—মানুষ পাথর হয়!
—আবার কেন দাঁড়িয়ে বৌমা? সবাই মিলে গিয়ে
সেরে ফেল' নেওনা হেঁসেল, মুখে যা হোক্ দিয়ে,—
বেলার কি আর কসুর আছে? ধাড়ীভুঁড়ির বাড়ী—
এঁটো-কাঁটা নিয়ে তখন লাগ্‌বে কাড়াকাড়ি!
ঐখানটায় থাক্‌না পড়ে'—যখনই হোক্ উঠে',
—আমার আবার কিসের ঠেকা চিঁড়ে ভিজে'-কুটে'।
জপখানা সরিয়ে রাখো ছেলেদের কাছে—
আচার-বিচার শিখ্‌বে কবে? বয়েস কি আর আছে?

—কেন যে ছুঁয়ে ফেলেন মালা! সাধ করে' কি রাগি?
বল্‌ন কত গুণের কথা, কি যে বেহুঁস্ মাগী।
—কর্তা আমার থাক্‌ত বেঁচে, তাঁকে দিয়েই আজ
শিখিয়ে দিতাম কেমন করে' করে ঘরের কাজ।
—রাজার মতন ছেলে আমার, সুখের কিবা ছিরি,
মায়ের উপর ভক্তি কত! —থাকুক বাবুগিরি —
আমার কাছে কেঁচো হয়ে থাক্‌ত, সবাই জানে,
—সাধ্যি ছিল চোখের সামনে তাকায় বৌ-এর পানে!
বাতের জ্বালায় গেল যে সে—পাতাড় পড়ল খসে',
—আর ঐ মাগী, আমার সঙ্গে পিণ্ডি গিলছেন বসে'!

শরৎ ছিল আরেক ধরণ — পাতলা তাঁরি মতো,
ছিপ্‌ছিপে তাঁর গড়ন, তবু সাহস ছিল কতো।
মামার বাড়ী যেতে সেবার — চণ্ডীতলার বিলে —
ডাকাত পড়ে' গাড়ী যখন ঘিরল সবাই মিলে!

ঐ তো ছিল সঙ্গে সেবার, তাই তো পেলাম পার,
নইলে কি আর রক্ষে ছিল — সাধ্যি হ'ত কা'র?
আমি তো মা ভয়েই মরি — আঁকাটি হায় প্রাণে,
— কতই বয়স? কি করে' যে বাঁচালো, সেই জানে!
অমন ছেলে — কি যে হ'ল কোন্ সাহেবের সাথে,
বিদেশ-ভূঁয়ে প্রাণটা দিলে বে-ঘোরে কা'র হাতে।

ওগো, তুমি কোথায় গেলে — একলা আমায় ফেলে,
আমীর পাশে এমন দাসী কোথায় আবার পেলে?
আমার উপর বিরাগ তোমার ছ'দিন টেঁকেনি তো,
সেই আমি আজ তোমার কাছে নিমের মতন তিতো।
পুরুষ হ'লেও ওগো দিনের মন তো তোমার চিনি,
তাই তো আজও আগের কথা সমঝাতে পারিনি;
নইলে আমার বয়েই গেছে — এই ভরা-দুপুরে
বাসি-মুখে তোমার কথায় মরতে জ্বলে-পুড়ে'!
— পুরুষ কখন আপন হয় না? শত্তুর চিরকাল —
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে — মরা গো গেলেও ঝাল!

—ওরে আমার মিছাবাদী! বুঝ্‌ছি তা'রি ব্যথা,
কেন তখন বল্‌লে আমায় মন-ভুলানো কথা ?
—ভুলে' গেছ ? সেই সেবারে—পঞ্চ সেবার পেটে,
তোমার সাথে বদ্রিনাথের তীর্থি যেতে হেঁটে,
 বল্‌লে কত—তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবনাকো ;
তীর্থি-পথের বাক্যি আমার সত্যি ধরে' রাখো।
—রাখ্‌বনা গো, তোমায় আমি একলা দিব ছেড়ে,
যমের সঙ্গে ফিসির-ফিসির নিচ্ছ এবার ঝেড়ে!
শাস্ত্র-বামুনি ভয় করে না, যমের বাবা এলে,
—ধর্মবাক্যি মিথ্যা হবে ?—যাওনা দেখি ফেলে!

—ওমা! ঐ তো বাহির-দোরে দিচ্ছে কড়া নাড়া—
পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি, কত্তাবি তো সাড়া!
ওরে বিন্দি, ওগো বৌমা—দুয়োর খুলে' দে না—
এত ডাকেও ঘুম মাগীদের টনক কি নড়ছে না!
পোড়ার-মুখী বসে থাকি—কানের মাথা খেয়ে
ঝুটুলা বেঁধে মরে' আছিস—আমার দিকে চেয়ে!
মরুক মরুক,—আমিই যাচ্ছি, ধর তো একটু তুলে',
কি আর করি, নিজেই গিয়ে দিচ্ছি দুয়োর খুলে';
—যাচ্ছি—যাচ্ছি—শ্মশানপুরের কেউ কি আছে তোমার ?
দুয়োর খুলে' দিবে উঠে' ? মরণ শুধু আমার!

একটিমাত্র বুড়ো চাকর, রাত্রিদিনের সঙ্গী সে,
কোনোমতে কাটায় জীবন গোহাল-বাড়ীর কোণ ঘিঁসে' ;
সবজী লাগায়, তাইতে তা'দের বেচে'-কিনে' দিন কাটে,
জঙ্গল ছাড়া নেইক প্রাণী পড়ো'-বাড়ীর তল্লাটে,
আশেপাশের পাড়া পড়শী যা'রা, কেউ বড় খোঁজ রাখে না ;
এরাও নিজে বেরোয়নাক', তা'রাও বড় ডাকে না।

বিশেষ করে' ঐ মেয়েটির ভূত নামানো কথাতে
অনেকেরই আস্থা আছে পল্লীসুলভ প্রথাতে।
—নইলে কেন নিশীথ-রাতে বাড়ীর ছাতে দীপ জ্বলে ?
ডালিম-ঘাটের চাতাল থেকে নজর সেথায় ঠিক চলে !
চাকরটা তো শুধু বোবা, চলে না আর ? হবেই তো ;
সে ছাড়া কি লোক জোটে না ? লোকে বলে —হবেই তো !

৩

এমন সময় গ্রামটিতে এক বাবু এলো ক'লকাতার,—
কালাপেড়ে-পরা, মোটর-চড়া, মনের মধ্যে ভুল সাঁতার।
সিংহী-বাড়ীর ভাগ্নাই বটে, ভাব না-প্রীতি নেই প্রাণে ;
প্রথম রাতেই ভূতের বাড়ীর খবর পেলেন সেইখানে।
'নষ্ট মেয়ের ঐ তো মজা —আমরা বাবা সব জানি,
রও না দু'দিন, দিচ্ছি ছেড়ে দিদ্দী মাগীর শয়তানি'।

কুকুর এবং শিকার নিয়ে কাটলো ক'দিন জঙ্গলে
ঘুঘু-মারার কতই তারিফ করল ইয়ারমণ্ডলে।
পুকুরপাড়ে ছিপ নিয়ে তায় মাছ ধরিবার ব্যবস্থা,—
ঘাটের পথে বৌ-ঝি-চলা বন্ধ হ'বার অবস্থা।
গোঁসাই-বাড়ীর আস-পাশে তো নেক্-নজরের অন্ত নাই,
সকাল এবং সন্ধ্যা কাটে মানুষ-ধরার মন্ত্রণায় !

প্রতিশোধ

বেশ মনে আছে—এই তো সেদিন,—
শক্ত লাঠির ঘায়ে
তিনটেকে কাৎ ক'রেছিল বিশু
এই ঘোষপাড়া গাঁয়ে!
—আক্কেল পেয়ে ডাকাত-বেটারা
বুঝেছে সেদিন ঠিক—
গ্রাম বটে এই চর-ঘোষপাড়া,
আর মাড়াবে না দিক্!
—বলিস্ কি বিশু—বাপ্‌রে, ওটা যে
এই সেদিনের ছেলে!
সাতটা গাঁয়ের সেরা জোয়ানে
দুই হাতে রাখে ঠেলে'!
লাঠি নয়, যেন কুমোরের চাক—
ফিরায় সাধ্যি কা'র!
পাঁচজনা মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে
অবাক কাণ্ড তা'র!

চোখে না দেখলে, কেউ কি সে কথা
করে আজ প্রত্যয়?
ঐ ভিটেটায় বুঝলে নাকি,
আমি আর অক্ষয়—
স্বচক্ষে দেখা সন্ধ্যার আগে—
বেটারা তো লাঠি খেয়ে
আদাড়ে পাঁদাড়ে যে যা'র পালালো
ঝাড়-জঙ্গল বেয়ে!

প্রতিশোধ

তা'রি উত্তরে ভজো ভট্‌চায্‌
গত দুই বৎসর,
বিঘা ত্রিশ জমা মাছের জন্যে
লইয়াছে জলকর !
মোড়লের জমী ভজোর বিলটা—
এমনি সে পাশাপাশি,
বানের বছরে আষাঢ়ের জলে
জলকর যায় ভাসি' !
নাবালো জমীতে হাল-সনে তাই
বাঁধ বেঁধে ভট্‌চায্‌
বিশু-মোড়লের কায়েমী স্বত্ব
কাহিল করেছে আজ !

শ্রাবণের গাঙে বন্যা নেমেছে,
মাঠে এক হাঁটু জল ;
কেঁদে কয় বিশু ও দাদাঠাকুর,
বছরের সম্বল—
ঐ ধান-ক'টা মেরো না আমার,
ঠেকিয়ে জলের রোখ্‌ ;
ভজো কয় চালো ! মাছ ভেসে' যাক্‌—
আচ্ছা তো ছোটলোক !
কাঁদাকাটি হ'তে কঠিন বচসা
বাধিল ভজোর সাথে,
নিরুপায় শেষে বিশু আর তিনু
বাঁধ কেটে দিল রাতে !

প্রাণ আর মানে বিবাদ বাধিলে—
প্রাণ যা'র তা'রি জয়;
বিশেষতঃ যদি প্রাণের শক্তি
ন্যায়ের পক্ষে হয়।
ভট্চায্ আজ চাঁড়ালের কাছে—
হেন ঘোর অপমানে,
পৈতা ছুঁইয়া শপথ করিল
চাহি' আকাশের পানে;
—এত বড় বাড় বেড়েছে চাষার!
ভাঙি' তা'র শিরদাঁড়া,
একঘরে' করে' তাড়াব বেটারে
ভিটেমাটি করি' ছাড়া।

৩

হেন ইচ্ছার উপায় মিলিতে
বিলম্ব নাহি হয়!
তাই মনে পড়ে,—গত মাঘমাসে,
যখন অর্দ্ধোদয়,—
স্বেচ্ছাসেবক সাজি' তিনকড়ি,
সেদিন স্নানের ভিড়ে,
জল দিয়েছিল মূর্চ্ছিত কো'ন
ব্রাহ্মণ-রমণীরে।
—সে কাজ যে শুধু হীন শূদ্রের
জল করিবারে চল,
উচ্চ জাতের জাত মারিবার
শয়তানী কৌশল—

প্রতিশোধ

এতদিন পরে ভট্টাচার্য্যের
পড়ে' গেল তাই মনে,—
তা'রি সাজা দিতে সহসা আজিকে
লাগিল সে প্রাণপণে !

চর-ঘোষপাড়া—যে সে ঠাঁই নয়,
ছ'শো বামুনের বাস,
তা'রি বুকে বসে' চণ্ডালে করে
এ হেন সর্ব্বনাশ !
ভজো ভট্চায্ সমাজের হিতে
লাগিল কোমর বেঁধে !
পাড়ায় পাড়ায় তোলপাড় করে'—
শাসিয়ে, পটিয়ে, কেঁদে,
একে-একে তা'কে হাতে পায়ে ধরে'
এমনি পাকালো ঘোঁট,—
কিন্তু চণ্ডালে তাড়ায়ে ছাড়িল
হ'য়ে সব একযোট !

কে বা কা'রে বাঁধে, কে বা কা'রে মারে
কে কোথায় কবে থাকে,—
আজ যে বা নীচু, কাল সেই উঁচু

যে পথ আজিকে চলিয়াছে বেঁকে,
কাল দেখি—তাই সোজা !
সময়ের গতি, শেষ পরিণতি
জগতে যায় না বোঝা !

৪

কলেজে ও মাঠে ক্রমে বেড়ে উঠে—
এদিকে ছিমুর নাম,
যেমন পড়ায়, তেমনি খেলায়,
অশেষ গুণগ্রাম।
সহরের কোণে আঁধি অঙ্গনে
নিত্য ছাত্র-মেলা,
প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গী সাথীরে
শিখায় সে লাঠিখেলা।

সে বলে—হাতের দুই হাতিয়ার
লেখনী আর সে লাঠি;
মনের সঙ্গে দেহের স্বাস্থ্য
ঠিক রাখা চাই খাঁটি!
বিপদের হাতে উদ্ধার পেতে
শেষ উপায়েই হাত,
বললাম তাই লেখা তাহার,
নয়কো অপরাধ!
আরো বলে সে যে শক্তির শুধু
ঠিক ব্যবহার চাই,
নইলে তা' শুধু বাধা হয়ে নামে
আপনার ঘাড়টাই।
নূতন যুগের নবীন মন্ত্রে
জেগে উঠে সাথীদল,
পায়ের সঙ্গে লাঠিরে মিলায়ে
বাড়ায় বুকের বল

বিশ্বনাথের দুঃখ ঘুচেছে ;—
খোকা পুত্র তা'র
শেষ পরীক্ষা সাঙ্গ করেছে
জিনিয়া পুরস্কার।
তবু থেকে-থেকে শুধু মনে পড়ে
সেই ঘোষপাড়া গ্রাম—
শত-স্মৃতি-ঘেরা পল্লীটি তা'র,
জীবনের সুখধাম!

*

বছরের পর বছর চলেছে
কত সুখে-দুখে বহি' ;
কত বসন্ত, কত-না বর্ষা,
কত শীতাতপ সহি'
কেটে যায় দিন, ভরা যৌবন
ভরি' তোলে দেহমন ;
তিনুর জীবনে বাঁধা পড়িয়াছে
নূতনের বন্ধন!

হাকিমী-পদের ঘূর্ণীচক্রে
ঘুরিল সে কত দেশ,—
কত না জেলার কত-না সহর
এরি মাঝে হ'ল শেষ!
যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি,
তেমনি বিনয় সাথে ;—
যশের পসরা ভরি' উঠে তা'র
মানুষের শ্রদ্ধাতে!

যেখানেই যায়   ক্ষুধা জুড়ায়,
কাঙিয়া সবার মান ;
প্রিয়দর্শন উন্নত দেহ—
তেজস্বী, বলীয়ান ;
ব্যায়ামবদ্ধ সুপুষ্ট বাহু—
একটি দিনের লাগি'
ছাড়ে নাই লাঠি—বালাবধি
আজিও সমভাগী !

বৃদ্ধ বিশুর পাকিয়াছে কেশ ,
জীর্ণ বক্ষপাশে,
মাস ছয় হ'ল পৌত্র একটি
খেলাধূলায় হাসে !
মাঝে মাঝে তবু পুত্রেরে ডাকি'
করে শুধু এক নাম—
চর-আরাম সেই সুখধাম
চর-ঘোষপাড়া গ্রাম !

৬

এমন সময় সহসা সুযোগ
সম্মুখে দেখা যায় —
তিনকড়ি দাস বদলি হইল
মাণ্ডরা মহকুমায় !
দেশের মানুষ দেশে আসিতেছে,—
চারিদিকে ডানে-বাঁয়ে
বার্তা তাহার রটে' গেল ক্রমে
ঘরে ঘরে গাঁয়ে-গাঁয়ে !

প্রতিশোধ

একটি বৃদ্ধ ঘোষপাড়া গ্রামে
শুধু শুনি' সেই নাম—
মজ্জার মাঝে কাঁপিয়া উঠিল,
ললাটে বহিল ঘাম !
পূর্ব্ব 'ব্যাপার' মনে পড়ি' তা'র
চক্ষে নামিল ধারা,
ভাবে—এইবার ঘর-সংসার—
জমি-জমা সব সারা !
এতদিন পরে সে ব্যাটা যখন
ফিরিয়া আসিছে দেশে,
নিশ্চয় তা'র কন্মী আমারই
শাস্তির উদ্দেশে !
দেশের হাকিম — সব পারে বাবা,
কে ঠেকাবে তা'রে আর ?
জেলে পুরে যদি 'নিষ্ঠুর' উকিল
ভজহরি ভট্টচায্ !

দিনরাত ভেবে ক্ষুধা ও নিদ্রা
গেল তার' দূর হ'য়ে ;
একবার ভাবে—গ্রাম ছেড়ে যাবে
ছেলেপুলে সব ল'য়ে ;
ফিরে' ভাবে নাহি, হাকিমীর কাছে,
নিশ্চয় হাতছাড়া ;
এই ফাঁকে যদি 'লেঠেল' লাগিয়ে
করে' দিই কাজ সারা !

প্রতিশোধ

বাড়ির উপরে বাড়ি এসে পড়ে—
লেগে যায় 'অ্যাটম'—
মোটেই সময় দেয় না, কর্ত্তা,
আস্ত খোদার যম !
মারের জ্বালায় চার-চার জন
ছিট্‌কিয়ে পড়ে জলে ;
সর্দ্দার নিজে জখম হয়ে সে—
খালি বাপ্‌ বাপ্‌ বলে !
—ধরতে পারেনি ক্যাপ্তেন, কর্ত্তা,—
ওই যা' ভরসা প্রাণে ;
ডাঙা-পথে-পথে পালিয়ে এসেছি,—
কি হবে, খোদাই জানে !
ভজো ভট্‌চায্‌—ব্যাপারটা সব
শুনিল শুধু হাঁ করে'—
জাগিয়া স্বপ্ন দেখিল বৃদ্ধ—
চলেছে দ্বীপান্তরে !

২

দেশের হাকিম শহরে এসেছে
নিজ গ্রামে আজি তাঁ'র ;—
ধনী-গৃহস্থ সশব্যস্ত
সাজায়েছে ঘরদ্বার !
গ্রামের প্রান্তে মধুমতী-তীরে
বাঁ'ধি তাঁবু-দরবারে—
ভোর হ'তে আজ আবালবৃদ্ধ
জমিয়াছে চারধারে !

ভক্ত ভোলা

ভক্ত ভোলা তীর্থযাত্রী বন্ধুজনসাথে,—
বহু দিবসের বাঞ্ছা হেরি' জগন্নাথে
সার্থক করিবে আঁখি, —সম্মুখেতে রথ,
অসংখ্য যাত্রীতে ভরা শ্রীক্ষেত্রের পথ।

কত নদী, কত মাঠ, কত বনচ্ছায়—
সুদীর্ঘ সরণি ধরি' পার হ'য়ে যায়
পায়ে পায়ে। মন বাঁধা যে রথের সনে,—
পথের যাতনা যত জাগেনাক মনে।
যেথায় ঘনায় রাত্রি, সেইখানে থামে;
অসংখ্য লোকের ভিড় দক্ষিণে ও বামে—
দরিদ্র মানব-মেলা জুটে চারিধারে,
দেবালয়ে পান্থবাসে কাতারে-কাতারে।

কা'রো বা মিলে না অন্ন, নিঃসম্বল কেহ,
রুগ্ন হ'লে পথে কা'রো রোগাক্রান্ত দেহ —
লুটিছে কাতর কণ্ঠে ফুকারিয়া জল,
সেবা লাগি' থামে ভোলা বিষণ্ণ বিহ্বল।
কেহ-বা এগিয়ে চলে, কেহ পড়ে পিছে,
কা'রো মন গৃহপানে ফিরিয়া চাহিছে—
পথশ্রমে, বর্ষাজলে উদ্‌ভ্রান্ত কাতর,
সজীব উৎসাহে শুধু চলে ক'র ভর।

অন্ধ ভোলা

৩

দুর্যোগের সন্ধ্যা, নামে ঠিক পরদিন,
শ্রান্ত চলি' দুই বন্ধু চলৎশক্তিহীন,
আহারের বিশ্রামের তবু মিলে নাক ঠাঁই,—
এমনই দেশের দশা—উপায়ও যে নাই।
দুর্ভিক্ষের সহচরী মহামারী আসি'
সুবিস্তীর্ণ জনপদ দিয়া গেছে নাশি'
সুস্থ যা'রা—পলায়িত, শুধু রুগ্নজন
নিরুপায় প'ড়ে আছে চাহিয়া মরণ।

যে শূন্য মন্দিরে শেষে রজনী কাটায়,
তা'রি পাশে শেয়ালের শব্দ শোনা যায়—
যেন রুদ্ধ হাহাকার মৃত্যুর পরশে!
নিদ্রিত বন্ধুর কানে সে শব্দ না পশে।

ভোলা উঠি' তাড়াতাড়ি হইল বাহির,
আপন কর্ত্তব্য সা'র করি' ল'য়ে স্থির
মনে মনে। বন্ধুরে সে জাগা'ল না আর,
না করিয়া দ্বিধা সৃষ্টি নূতন বাধার।
প্রভাতে জাগিয়া বন্ধু চাহে চারিধারে,—
কোথাও নাহিক ভোলা, বিস্ময়পাথারে
রহিল অবাক হয়ে সারা দিনে-রাতে,
হতাশে একাকী যাত্রা করিল প্রভাতে

৪

ভোলার কষ্টের আর রহিল না পার,
অশ্রু-চক্ষে হেরে সে যে কৃষি পরিবার,—
মরণে দু'জন তা'র শান্তি লভিয়াছে!
স্ত্রীলোক বালক যা'রা উপবাসী আছে,—
তা'দেরও মৃত্যুর বড় নাই বেশী দিন,
পুরুষের মধ্যে বাকী ছিল যে প্রবীণ,
সংক্ষেপে তাহার কাছে শুনি' সমাচার,
দ্রুতপদে বাহিরে সে—চিন্তি' প্রতীকার।

আপন পাথেয় হ'তে, যাহা প্রয়োজন,
পৌরপথ ঘুরি' কষ্টে করি' আহরণ,
লাগিল সেবার কার্য্যে হয়ে একমনা—
গোবিন্দের পদে সঁপি' তীর্থের ভাবনা।

সে রাত্রে দেখে সে স্বপ্ন—যেন চারিধারে
অজস্র আর্ত্তের মেলা, তাহারি মাঝারে
চলেছেন জগবন্ধু হেঁটে খালি-পায়ে,—
ভোলারে দেখিয়া ল'ন দু'বাহু জড়ায়ে!
কাটিল সপ্তাহকাল,—পক্ষ কেটে যায়,
ধীরে ধীরে ক্লান্তিহীন কর্ম্মব্যবস্থায়,
সঞ্চিত পাথেয়বলে, দুঃস্থ পরিবার
উঠে ক্রমে সুস্থ হয়ে সাহায্যে তাহার।

সময়ে সকলই হয়—পড়ে যা'রা, উঠে,—
আনন্দে শিশুর কণ্ঠে কলধ্বনি ফুটে,
নর ফিরে' কাজ করে, নারী উঠে হেসে,—
দেখি' দেশে ফিরে ভোলা আষাঢ়ের শেষে।

৫

সবাই শুধায়, কি হে, দেখে' এলে রথ ?
মৃদু হাসি' কহে ভক্ত—দেখে' এনু পথ ;
রথের না পেনু দেখা মানুষের ভিড়ে,—
সবই কপালের লেখা, এনু তাই ফিরে' !

—বলো কি হে ?—ও তো ! তা' যে বলিবার নয়,—
তীর্থকথা মুখে নিলে অপরাধ হয় !
ভালো, তব বন্ধু কোথা—ফিরেনি তো ঘরে !
আরও কোথা গেল বুঝি, পুরী হ'তে পরে ?

ভক্ত ভোলা হেসে শুধু নিজ কাজে যায়,
আরো এক পক্ষ কাটে বন্ধুর আশায়
ভাবে সে, চাহিব ক্ষমা, আসুক সে আগে,
ভাঙিতে বন্ধুর রাগ কতক্ষণ লাগে !

৬

শ্রাবণে ফিরিল বন্ধু আপন আলয়ে,
ভোলার নিকটে গিয়া ক্রোধভরে কহে —
মধ্যপথে ছেড়ে যাবে ছিল যদি মনে,
কি কাজ একত্রে তবে যাওয়া মোর সনে ?
ভোলা কহে ছাড়িয়াছি বটে মাঝপথে
তবে কিনা—আমি ভাই, যাইনি তো রথে !
মধ্যপথে অন্য কাজে বাঁধি' মোর হাত,
আমারে ফিরায়ে দিল দেব জগন্নাথ !

মুক্তিপথ

—শ্রীনিবাস বৈরাগী

বৈরাগ্যের দীক্ষা লইল গুরুর চরণে মাগি'।
গ্রামের প্রান্তে শ্মশানতলায় মাটির কুটীর-ঘরে,
দিনরাত নাই, না জানে কামাই, মন্ত্রসাধন করে।
পথের পথিক পথে যেতে রাতে সহসা শুনিতে পায়,—
গাহে বৈরাগী —'হরিনাম বিনে বিফলে জনম যায়'!

বাগ্দি-পাড়ার সুখদা আসে, বারুই-পাড়ার বাঁশী,
বুনো-পাড়া থেকে বঙ্কুর পিসি, দোসাদ-পাড়ার দাসী,—
মধুর কণ্ঠে নাম শুনে' যায় গোঁসাইয়ের সাথে,
—যা'র যে সময় মনের মতন, কেহ দিনে কেহ রাতে।
আঁখি করে' বাঁকা দেখে তা' বিশাখা, ভালো নাহি লাগে আর,
—সেবাদাসী, তবু সেবার সময় মিলাই কঠিন তা'র!

হরির কৃপায় দিন চলে' যায় বৎসর পাঁচ-ছয়;
ভক্তের ভিড় ক্রমে বাড়ে, পেয়ে ভক্তির পরিচয়।
তৃণাদপি নীচ, প্রেমের কথায় চোখে আসে তা'র জল,
গৌরনামের গুণগানে হয় তন্ময় বিহ্বল!
ব্রতে উপবাসে আধাদিন কাটে, দেহপানে নাহি চায়,
কণ্ঠে তাহার ভজন শুনিলে শ্রবণ ফিরান' দায়।

সখী-বিশাখার সেবায় যদিচ অপরাধ বড় নাই,
সন্তানহীন কোলখানি তবু করে তা'র খাঁই-খাঁই
—'ঘরসংসার কিবা দরকার, মনে হয়, যাই ফেলে'!
—কহে বৈরাগী 'ঐ ত গোপাল, ভাবো না নিজের ছেলে'!
পটের গোপালে চাহিয়া তবু সে, কি ভাবি', হাসিয়া উঠে,—
চোখে-মুখে তা'র গোপন বাঞ্ছা রঙের মতো ফুটে!

সম্মুখে আসে সুদূর পুরীতে জগন্নাথের রথ,
কয়দিন থেকে সাধকী এবার খুঁজিছে তাহারি পথ।
যা কিছু তুচ্ছ সম্বল তা'র—পুরানো দিনের পুঁজি,
তাই নিয়ে কবে যাত্রা করিবে, মরিতেছে দিন খুঁজি'!
বাগ্দি-পাড়ার সুখদা আর কোটাল-পাড়ার দাসী—
সঙ্গে যাইবে, কয়দিন থেকে ধন্না লাগা'ল আসি'।

সখী-বিশাখার মনের শাখায় ফুটে ফাল্গুনী ফুল,—
সাধু-সঙ্গের মাধুর সেবায় হয় তাই নির্ভুল!
রসকলি-কাটা নাসিকার পাশে চঞ্চল দু'টি ভুরু
দখিনা বাতাসে ডানা মেলি' বুঝি করে শুধু উড়ু উড়ু।
মধুর কণ্ঠে হরিনাম সুধা মিটায়না ক্ষুধা তা'র,
বাঁধন কাটায়ে খুঁজে সে গোপনে মুক্তির পারাবার।

গাহে শ্রীনিবাস 'ওপারের পথ দেখাও ঠাকুর মোরে,
আর কত দিন বাঁধিয়া রাখিবে মিথ্যার মায়া-ডোরে'?
—গায় আর কাঁদে, গাল বয়ে তাঁর নামে শাওনের ধারা,
ভক্তের দল ভক্তির বানে হয়ে যায় দিশাহারা!
সখী বিশাখার বাঁকা কটাক্ষে মিলায় বক্র হাসি,
কেহ না দেখুক, দেখে একজন—বাকুই-পাড়ার বাঁশী।

সোমবার আষাঢ় যাত্রার দিন; সহসা পুণ্যরাতে
দাসী-বিশাখার দেখা নাই আর আখ্‌ড়ার কিনারাতে!
খোঁজে সুষমা, খোঁজে কত দাসী—তোলপাড় কার' পাড়া,
বিস্মিত সবে রাধারাণীর মুখে না পেয়ে শোকের সাড়া!
আরো বিস্ময়—তুলসী তলায় পোঁতা ছিল যে-বা ধন,
কালিকার রাতে বৈষ্ণবীসাথে তাহারো অদর্শন!

কাঁদে সুষমা 'কি হবে গোঁসাই,—এ দেখি বজ্রাঘাত'!
কহে শ্রীনিবাস, দেব উদ্দেশে ভূঁয়ে করি' প্রণিপাত,
—'ভালোই মুক্তি দেখালে দেবতা, এই তো যাত্রাপথ,
আমারি দুয়ারে আনিলে টানিয়া তোমার মুক্তি-রথ।
সব বন্ধন কাটিলে যখন, হে ঠাকুর এইবার—
পাথেয়বিহীন পথিকে আজিকে করিতে হইবে পার'।

দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি

বন্ধু, বারেক চোখ চেয়ে দেখ' —উঠে পূর্ণিমা-চাঁদ,
আকাশের তীরে মুছে' যায় ধীরে আঁধারের অপবাদ।
তিথিতে তিথিতে ক্ষয়ে' যে বেদনা মরিল সূতিকাঘরে,
তা'রি বুক চিরে'—হের' কি মানিক জ্বলিল তোমারি তরে।
—সোনার চম্পা, খুঁজে' যা' পাওনি, ঐ দেখ' তাকে তোলা,
মখমলের ডিবে—ঐ তো সমুখে, এই দেখ' আল্‌বোলা;
হারানো চটির পাটি টি লুটায় দূরে ঐ আঙিনাতে,
পেয়েছ তো সব, —এইবার উঠে' চলো দেখি ভাই ছাতে;
—নাই-নাই-নাই! বালাই, বালাই—নাই কি বলিতে আছে?
এখানে, না-হয় ওখানে আছে তা', —হয় দূরে, নয় কাছে।

একটু দাঁড়াও—এই কোণটায় বিছাইয়া দিই পাটি,
বোসো বোসো ভাই—সেজে দিই তব সাধের আল্‌বোলাটি,
দিব্য আরামে বসো' তো বন্ধু, মেজাজটা করি' মিঠে,
গোলাম করিয়া আনো ক্ষণতরে ঐ খর দৃষ্টিটে;
সুপ্তিদাত্রী এ হেন রাত্রি, এমন স্নিগ্ধ আলো, —
ভাবো না তো বন্ধু, বক্ষে তাহারো আছে কতখানি কালো!
—ঐ দীপ্তির পিছনে লুকায়ে কত অতৃপ্ত দাহ
নিয়তির রীতি মানি' হাসিমুখে ব্রত করে নির্বাহ;
জানে—এর পরে উদিবে তপন, জানে—পিছে আছে অমা,
তবু সুখেদুখে ঐ তো সমুখে হাসে চিরমনোরমা!

কৃষ্ণনিশীথিনী কে স্মরিবে আজি এমন চাঁদিনী রাতে?
তাই বলে' সে কি উঠিবে না আর আকাশের আঙিনাতে!
আজি এ আলোকে পড়েনাক চোখে হারানো যে ক'টি তারা,
ভেবেছ কি মনে, অমার গগনে তা'রা চির জ্যোতিহারা?

দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি

সম্মুখে যা'র মিলেনাক দেখা, পশ্চাতে তাই আছে,
পিছু ফিরে' দেখ'—সেই অলক্ষ্যে ঘনাতে বুকের কাছে!
যে চোখের আলো পলকে নিভায় সুপ্তির আবরণে,
তা'র মাপকাঠি এতই কি খাঁটি—অনন্ত এ জীবনে?
মন মন করে' যে অহঙ্কারে কথা কও থাকি-থাকি'—
শুধাই তোমায়, সেই মনটারই সত্য স্বরূপটা কি?

তার বাঁধা নাই যে মনোবীণায়, নাহি যা'র সুরবোধ
ললিত বিভাস ভৈরবী যে তা'র ভৈরব দুর্ব্বোধ!
ব্যথাবোধ আর সুরবোধে দোঁহে জাতি নহে কাছাকাছি;—
চোখ থেকে তবু মধু ছেড়ে' ক্ষেপে ঘুরেনা কি কাণামাছি?
হাই তুলিছ যে—ঘুম এল নাকি,—বালিসটা দিব এনে?
চৈত্র-হাওয়ায় দরকার নাই কাঁথা-কম্বল টেনে'।
ফেনার ঝাড়টা আচ্ছা বেহায়া—টবে থেকে খায় দোল,
মৃদু দখিণায় তোমারই ভাষায় তুলিয়া আর্ত্তরোল!
নাকে ঢোকে তারই গন্ধের বাধা—চোখে দেখা যায় দেহ,
এত বাধা-বন্ধা কপটি কিন্তু মনে আনে সন্দেহ।

কথাই কওনা—চটে' গেলে নাকি? অথবা এসেছে ঘুম
নয়নতারায় ঘুমিয়া দিল কি শক্ত ধূপের ধূম?
সুখ জেগে থাকে, দুঃখ ঘুমায়—শেষে কি বুঝিব তাই?
চিরদিবসটারে তাই কি রাত্রে ডেকে সাড়া নাহি পাই!
আসল কথা কি,—যতখানি সুখ—ঠিক ততখানি দুখ,
দিবারাত্রির আলোয়-কালোয় যেমন কালের মুখ।
সুখী বলে' তাই সুযোগ পেয়েছ দুঃখেরে জানিবার,
নহিলে দুঃখে চিনিতে চক্ষু থাকিত না অধিকার!

ভাটিয়ালী

আমি ও আমার প্রিয়ার মাঝারে
যে ছোট নদীটি বহে,
কত ছলে সে যে তাহারই কথাটি
কানে-কানে মোর কহে!
কলকলি' আসে, খলখলি' হাসে,
ছলছলি' যায় চলি';
কেহ না বুঝুক, আমি যে বুঝিনা—
সে কথা কেমনে বলি?

এপারে নদীর খরবেগখানি
কূলের কোলটি ঘেঁসে,
ওপারের জল অতল শীতল
তটের প্রান্তদেশে;
এদিকের চর তৃষিত ঊষর—
তৃণহীন বালুময়,
লতা পাতা ফুলে ভরা আন-কূলে
অসীমের বিস্ময়!

নদীর ওপারে খানিক ওধারে
উজানে প্রিয়ার বাস,
ভাটিমুখে তাই সংবাদ পাই
নিতি-নিতি বারোমাস!
রঙিণ শাড়ীটি কবেই-বা কাচে,
মাথাটি ঘষে বা কবে,—
সাথে-সাথে তা'র বারতাটি আসে
বর্ণে ও সৌরভে!

ভেসে আসা কা'র চুলের ফুলটি
কভু-বা ধরিয়া রাখি,
ধরিতে পারিনা জল-তরঙ্গে
সঙ্গের কথাটা কি !
ইঙ্গিতে আর ভঙ্গীতে ভরি'
যত ভাবি সেই কথা,
চঞ্চল জলে ভেসে চলচ্ছলে
পারের মধুরতা !

সন্ধ্যাবেলায় সজল লীলায়
যে ঘট যেথা সে ভরে,
সেইখানি তা'র রূপ-রেখা লাগে
এপারের বালুচরে ;
সেথায় বাগানে কাঁকন বাজিলে,
হেথায় সোনার ঝাড়ে
ফুটে উঠে ফুল গন্ধে আকুল
রাতের অন্ধকারে ।

চখা চখী যা'রা চরে এই চরে, -
সন্ধ্যার কিনারায়,
চরণ চিহ্ন রাখিয়া এপারে
ওপারে উড়িয়া যায় ;
জানিনা সেথা কি সুধার সায়র
আছে ওপারের কোলে,
দিনের পাখীরে রাতে যা' ভুলায়ে
উন্মনা করে' তোলে ।

ভাটিয়ালী

জলের কিনারে সারারাত ধরে'
পেতে' বসে' থাকি জাল,
রাতের আঁধার মুছে' দিয়ে যায়
মনের জঞ্জাল ;
চোখের পাতায় কিছু ঘুম নাই,—
ঘুচে' যায় দূরে-কাছে,
নিশার নিশানা তলে ভাবি—প্রিয়া
মোরই পাশে শুয়ে আছে !

পায়ের তলায় দোলা দিয়ে যায়
চিরপরিচিত ঢেউ,
থম্‌থমে' রাত, লুকায়ে কোথাও
দেখিবার নাহি কেউ ;
ফিস্‌ ফিস্‌ করে' সেই ফাঁকে তারে
বলে নিই যত কথা,
দিনে বড় বাধা রাতের আঁধারে
জানাই প্রাণের ব্যথা !

মাঠের হাওয়াতে মোহ ভেঙে যায়,
চোখ মেলে' দেখি চেয়ে,—
কোলের নদীটি কালেরই মতন
চুপি চুপি চলে বেয়ে ;
গাঙ্‌ চিলেদের কলরব উঠে
ওপারের ঝাউ বনে,
বাঁশের মাচায় রাত কেটে' যায়
তন্দ্রায় জাগরণে ।

২

মহাভারতী

উষা-বধূ আসি' সোনার ঝাঁটায়
করে সংমার্জ্জনা—
গগনাঙ্গনে জমে'-উঠা কালো
রাতের আবর্জ্জনা ;
ফুটে' উঠে যত পরিচিত রূপ
নদী, নদী-পরপার,
তারি সাথে সেই চিরমোহময়ী
মূর্ত্তিটি কামনার !

তরীখানি মোর নদী-কোলে কোলে
বৃথায় ঘুরিয়া মরে,
ছোট বুকে হায় ঠাঁই হওয়া ভার,
দু'জন নাবিক ধরে ;
চির-নিরুপায় একা বাহি তাই
একক প্রাণের বোঝা—
লবণ সাগরে এ যেন হয়েছে
তৃষ্ণার বারি খোঁজা !

তাই যদি হয়, মনে ভাবি আরও
উজানে বাঁধিব ঘর,
নদীমুখে তাঁরে তবু তো জানাতে
পারিব এ অন্তর ;
যতদিন এই খর বেগখানি
বহিবে নদীর জলে,
ভাটিয়ালী সুর ধ্বনিবে নিঠুর
পারের অতলতলে ।

পঞ্চাশোর্দ্ধে

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে—চলেছি তাই বনে।
মনটা তবু থেকে-থেকে দুলছে ক্ষণে-ক্ষণে,—
কত দিনের ঘরের সাথে কতই পরিচয়,
কত দিকের কত বাঁধন, কত-না সঞ্চয়;
হাজার পাকে শিকড় বেড়া চিত্ত-লতার জালে
কেমন করে' উপ্‌ড়ে আবার বাঁধ্‌বে গাছের ডালে!
বাক্যহারা ঘর-বধূ যে বাতায়নের ফাঁকে
অশ্রুজলের আব্‌ছায়াতে দৃষ্টি মেলে' থাকে!

ভাব্‌ছি নিজে যেতেই হবে, এলেই যখন ডাক,
মনের কানে ঢেউ তুলেছে সন্ধ্যালোকের শাঁখ,
দিনের দাহ জুড়িয়ে আসে দেহের সীমানায়,
অস্তরবির রঙ্‌টি লেগে' বনটি কি জানায়!
সিন্ধুজলের গন্ধ-আমেজ লাগ্‌ছে এসে নাকে,—
এই অবেলায় ঘরের খেলায় বন্দী কি কেউ থাকে?
সন্ধ্যাতারায় দৃষ্টি হারায়, সাম্‌নে দিকে কালো,
পারের পথের যাত্রী যখন, এগিয়ে থাকাই ভালো।

আজ মনে হয়, বনের মানে—মুক্তিরই স্বাদ চাখা,
বাঁধন যবে ছিঁড়তে হবেই, তার কেন আর রাখা!
দেহের শিকল কাটার আগে, আল্‌গা করি' মন
মুক্ত পথে রাখাই ভালো মুক্তি-নিমন্ত্রণ।
বৈতরণীর মন্দিরে যে পারের ঘণ্টা বাজে,
তক্‌মা তাবিজ, তল্পী কি আর লাগবে কোনও কাজে?
দেহের ক্ষুধার যোগান্ দিয়ে, ছুটির আগে আজ
মনের ক্ষুধার তৃপ্তি লাগি' নাই কি কোনো কাজ?

যতই বলুন কবিরা সব —"কোকিল ডাকের মানে,
পঞ্চাশের নীচে যাঁরা, তাঁরাই ভালো জানে।"—
চল্লিশের মাঝ-দরিয়ায় স্রোতের মুখে ভেসে'
কবে কে আর দেখ্‌ল চেয়ে তটের সীমা-দেশে।
স্রোত কাটিয়ে বসতে পেলে শান্ত হয়ে তটে,
কুঞ্জ শোভা তখন পড়ে সহজ আঁখিপটে।
আপন-হারা আকুল বনে কোকিল ডাকে মিছে,
কুহুধ্বনি মারা পড়ে কলধ্বনির পিছে।

অন্ধ বকুল গন্ধ-পত্রে দেয় যে লিপিখানি,
কিশোর খোঁপায় কে বুঝবে হায়! তার বেদনার বাণী?
মধুমঞ্জুল উৎসবে যে বাঁধ্‌তে চায় ধরে,
তাঁর চোখে কি পুষ্পশোভার উৎস ধরা পড়ে?
কাঞ্চন বেণী বাঁধন হয়ে বাঁধে যে তাঁর মন,
কিম্বা ভাবের সৃষ্টি তাঁদের দৃষ্টি নিমন্ত্রণ।
গহন-পথে শ্রবণ যাচান, চয়ন পথে নয়,—
যে জন অবোধ, সেই বনবোধ তাঁর কাছে কি হয়!

কিম্বা এবার ঘরের কথা—কোথায় তোমার ঘর?
পাতার ফাঁকে ঐ দেখা যায় বিশ্ব-চিত্রকর!
সীমাহারা ঐ আকাশে মুক্ত হাওয়ার মাঝে
প্রাণের কাছে শোন দেখি কোন না-শোনা সুর বাজে।
সুরসিকা ঘর রচনা যেমন গৃহবাসের ঘরে,
মাটির-ইটের-কাঠের ঘরের বদল পরে-পরে,
গৃহবাসের ঘরও যখন মনোবাসের নয়,
বনবাসেই যাক্‌ না দেখা শেষের পরিচয়।

সন্ন্যাসী

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো উদাসীন, মিনতি তোমার কাছে,—
বলো একবার, জীবনে তোমার —কি ধন চাওয়ার আছে।
গিরিগুহাতলে আসন পেতেছ ঘন অরণ্যমাঝে,
নরের দৃষ্টি—সমাজের আঁখি —সহিবারে পারো না যে!
বিষয়বাসনা বিষেরই মতন ত্যজিয়া গিয়াছ চলি'
ধূলিময় এই ধরণীর মায়া হেলায় দু'পায়ে দলি'।
বনের পশুরে সঙ্গী করেছ, সাথী বনতরুলতা,
মুখের বাণীরে বদ্ধ করেছ বন্দিয়া নীরবতা।
ঘন জটাজালে ঢাকি' চারু কেশ, ললাটে ভস্ম মাখি'
প্রকৃতির পানে রুধেছ সবলে প্রকৃতিরই দেওয়া আঁখি।
—সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া গোপনে কা'রে ডাকি' দিবারাতি
কাটাইছ কাল—কিসের আশায়, পাষাণে আসন পাতি'?

কে তোমারে প্রভু জন্ম দিয়াছে, ছিলনা কি মাতাপিতা
সুখ-শৈশব কা'দের অঙ্কে কাটিয়াছে জান কি তা'?
ও কঠিন দেহ পুষ্টি লভিল কা'দের অন্নে জলে,
কা'র কাছে তব দেবতার নাম শিখেছ কৌতূহলে?
অসহায় দেহ, অশরণ মন—কোন্ সমাজের স্নেহে
বাড়িয়া উঠেছে কোন্ পল্লীর কোন্ অকরুণ গেহে?
কাহার বক্ষে চরণ ফেলিয়া ছাড়িয়া এসেছ কা'রে
কাহাদের কথা বিপুল যত্নে ভুলিয়াছ একেবারে!
কৃতজ্ঞতার কোনো অধিকার কা'রো বুঝি তা'র আছে,—
তাই কি সুদূরে সরিয়া এসেছ দেখা পাও কা'রো পাছে!
ধরণীর স্নেহে তরণী করিয়া সরণি হয়েছ পার,
—কিসের নৌকা, কে-বা তা'র মাঝি? ধারো না কাহারো ধার!

সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী শিব — বিশ্বের শিরে আছেন চক্ষু বুঁজি'
গৃহিণীরে দিয়ে অন্নের ভার — অর্থ তাহার বুঝি'.
পূর্ব্বপুরুষে উদ্ধার লাগি' সন্ন্যাসী ভগীরথ,
সগরবংশে স্বর্গে বহিল তাহার পুণ্যরথ .
বুদ্ধ নিমাই — মানুষেরই ভাই, তাদের মুক্তি লাগি'
দুঃখ-দূরের পন্থা খুঁজেছে গৃহহীন বৈরাগী ;
জানি শঙ্কর-ব্রহ্মচর্য্য, বুঝি তাঁর মায়াবাদ —
রামকৃষ্ণের সেবাধর্ম্মের জগৎ চিনেছে স্বাদ ,
— তব তাঁহাদের কোন্ সে বিত্ত সঞ্চিছ কা'র তরে ?
স্বার্থ-সাধনা-তন্ত্রের বেশে ভুলাইবে কোন নরে !
যাহারে ডাকিয়া ভস্ম মাখিয়া কাটাইছ নিশিদিন —
জেনো — ধরা তাঁর স্নেহেরই আধার — তিনি নন উদাসীন ।

অনাগত

বৎসরের খেয়া বেয়ে বন্ধু মোর চৈত্ররাত্রিপারে
পার হ'য়ে গেল অন্ধকারে ;
বিদায়ের কোনো বাণী না কহিয়া কিছু,
নিঃশব্দ প্রশান্ত মুখে গেল শুধু মাথা করি নীচু।
সুখেদুঃখে বাঁধি' ঘর মোরা, যা'রা দীর্ঘ দিনেরাতে
এতদিন ছিনু সাথে-সাথে,
স্তব্ধ রহিলাম বসি' তার প্রান্তে চাহিয়া সম্মুখে
ব্যথাতুর বুকে।
ধূসর বালুকাতটে নাহি আলো—নাহি অন্ধকার,
অস্পষ্ট এখনো আলো ইঙ্গিতে জানায় বুঝি পার
বহুদূরে মোহনার দেশে,
এক এক ক'রে সরি' বন্ধু মোর গিয়াছে যে দেশে।
নিশান্তের হিম বায়ু কাঁটা দিল আকাশের গায়ে,
নয়নে নামায়ে তন্দ্রা, অবসাদে অঙ্গটি জড়ায়ে
তা'র সাথে, মনে হ'ল, সহসা জাগিল কলতান,
উন্মুক্ত সাগরের গান—
ঐ আসে,— ঐ আসে ঐ বুঝি আসে অনাগত!
নরনারী, মাথা ক'রো নত।
দিগন্তে দুলিছে তা'রি মেঘে-মেঘে বিজয়-পতাকা—
পিঙ্গল খড়্গছটা প্রলয়ের অনলচিহ্ন মাখা
সুদূর সিন্ধুর বক্ষে ঐ আসে, ঐ আসে সে কি!
ভয়ে-ভয়ে দেখি—
এ কি রূপ ভীম ভয়ঙ্কর
অতীত বন্ধুর মত এ তো নহে প্রশান্ত সুন্দর
ভ্রূকুটি-কুটিল ভালে, দূর থেকে, যেন যায় দেখা
উচ্ছ্বসিত সদ্য রক্তরেখা!
প্রচণ্ড ঘৃণার হাস্য স্ফুরিছে বিষণ্ণ আস্য 'পরে,
উচ্ছ্রিত সুদীর্ঘ বাহু উদ্ধত ত্রিশূল ধরি' করে।

অনাগত

—এ কি রূপ, এ কি মূর্তি এই অনাগত !
এই মানবের বক্ষে সমুদ্যত সংহার-উদ্যত ?
তীরে তীরে চাহিলাম তবু উঠে তারি জয় জয়,
ভয়ঙ্কর ভয়মাঝে কোন মন্ত্র দিতেছে অভয় ?
সিন্ধুতীরে সিন্ধুর উচ্ছ্বাসে
বিচিত্র শ্রমিকদল যন্ত্র-হাতে ভীড় করি' আসে, —
কৃষক লাঙ্গল ধরি', তন্তুবায় তন্তু ধরি' করে,
কর্মকার অভ্যর্থনা করে প্রভাতেরে
হাতুড়ি তুলিয়া ঊর্দ্ধে নবাগত বীরপানে চাহি',
নিরন্ন লাঞ্ছিত রিক্ত—শিল্পিদল গান গাহি'-গাহি'
বরি' লয় আগন্তুকে উদগ্র ইঙ্গিতে—
কর্কশের কোলাহলে বাঁধি' যেন উন্মত্ত সঙ্গীতে !
চোখ মেলি' চেয়ে দেখি—বৈশাখের আতপ্ত প্রভাত
জলে স্থলে জাগে যেন রুদ্রের প্রদীপ্ত রশ্মিপাত !
ছন্দে ছন্দে নিরানন্দে কর্মীরা চলেছে সব কাজে !
    দূরে কোথা যন্ত্রকণ্ঠে প্রাহরিক বাজে !
দ্রুতগামী কৃষ্ণকায় ধীবরের দল
জলে ভাসাইয়া ভেলা করিছে উন্মত্ত কোলাহল।
সম্মুখে সুদূরে কোথা অর্ণবপোত বেড়ি'
সিন্ধু-শকুনের দল উড়ে ঘোর'-ঘোর'।
নানা দিকে, নানা বর্ণে—নানা সুরতানে
সৃষ্টির বয়ন চলে বিধাতার লীলা-তন্তুশালে
চলিয়াছি ঘরে,—
অপূর্ব্ব তন্দ্রার কথা বার বার স্মরিয়া অন্তরে।
—ভাবিতেছি, এই যদি হয়,—
শিবের তপস্যা যদি রুদ্রতেজে হয় সে অক্ষয়,
—নাহি ভয়, হোক্ জয়, হোক্ তারি জয় !

তাজমহল

মমতাজ নাই, তাজ আছে,—তাই
মমতাজে মোরা চিনি,
কপোতীর রূপে বাথিতের বেদনায়,
একের চক্ষে একান্ত হয়ে
ছিল যে বা একাকিনী,
বিশ্বে সে আজি শাশ্বত সেবা পায়!
রূপ ক্ষণিকের আঁখির স্বপ্ন—
জোয়ারের জলরাশি—
নিয়েছে বিদায় কাল-স্রোতের মুখে,
সাধনার বলে অন্বেষী দেবতা
অপরূপে উদ্ভাসি'
অমর হইয়া উঠে মানবের বুকে

কবে কোন্ নবাব লিখিল কাব্য
কাগজের সাদা পাতে
বিরহ-মসীতে ডুবায়ে প্রাণের তুলি,
বিশ্বজগৎ লিখি' দাসখৎ
দিল তারি বেদনাতে,
প্রতিদিনকার গুঞ্জন সাথে তুলি'।
সাদার বক্ষে কালোর দুঃখ—
আঁখিপাতে আঁখিতারা—
যাহারি আলোক পড়ি' প্রেমিকের চোখে,
দেখায়ে অপার প্রেম-পারাবার
করি দেয় দিশাহারা,
দেহমুক্ত হয়ে ফিরে যাই লোকে-লোকে।

কবি সাজাহান রচিল তেমনি
শ্যাম ধরণীর বুকে—
সাদার আখর যে শোক-আলিম্পনা .
শুভ্র পাথরে গাঁথা সেই ব্যথা
নেহারি ঊর্দ্ধমুখে
আজো করে ধরা আঁখি সম্মার্জ্জনা .
কালের বক্ষে সে শ্লোকের শোক
চিরবিরহের রূপে
বৈধব্যের শ্বেতবাসসম রাজে,
বিশ্বভুবন বিস্ময়ে হেরি'
নিঃশ্বাসে চুপে চুপে—
কবেকার ব্যথা বুঝিতে পারে না তা যে ।

মন খোঁজে মন—হোক্ বন্ধন,—
দেহ খুঁজে' মরে দেহ,—
প্রেমের ধর্ম্ম ভালো জানে মানে তা'র .
দু'দিনের যাত্রা, দু'দিনে ফুরায়,
তাই বুঝি সন্দেহ—
মরণে গাঁথিয়া পরে সে গলার হার !
মনে ভাবে বুঝি —আমি যাই, তা'র
নাহি ক্ষোভ, নাহি ক্ষতি,—
ব্যথা বেঁচে থাক্ সন্তানরূপ ধরি',
প্রিয়-বিরহের স্মৃতিতে লভে সে
অমরার সদ্গতি,
কালের কালীতে সকলের কোল ভরি' ।

হোক্ সব মিছে, প্রেমের সত্য—
সে বুঝি মিথ্যা নয়,
নহে সে ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের মত,
বাদ্‌শা ও রাজা বিক্রমীর হাতে
সেও লভে পরাজয়,
আজ যাহা আছে, কাল তাই অপগত।
দুঃখ অমর, নাহি তার ঘর,
আগুনে হয় না দাহ,
বুক হ'তে বুকে বেঁধে শুধু তা'র বাসা,
চিরমানবের মনে যা' গোপনে
বহে তা'র পরীবাহ,
কালের কিনারে এই কি আলোর আশা!

হয় তো বা কোন সুদূর দিনের
অলক্ষ্য অভিঘাতে,
পাষাণ হর্ম্ম্য—এও ধূলি হ'য়ে যাবে,
মর্ম্মরময়ী যে রূপ-কীর্ত্তি
গড়া মানুষের হাতে,—
মানুষের চোখে নির্ব্বাণ তা'র পাবে।
হাসি' মহাকাল ভরি' জটাজাল
মাখিবে না শুধু ছাই,
গঙ্গার মতো বহিবে তাহার গীতি,
ভারত যেমন মরিয়া করেছে
মহাভারতের ঠাঁই,
চোখ হ'তে বুকে জমায়ে শোকের স্মৃতি।

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসাযজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি ;
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখাখণ্ডকে জন্ম লভি' ?
—আকাশে হৈল দৈববাণী,—
'কুরুগৃহে এই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান, যত অসাবধানী !'

•　　•　　•

অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমারে পরশি' হে হুতবহ !
যুগান্তরের সর্ব্বনরের,
হে নারি, লহ প্রণাম লহ !

শুনিল যেদিন এই ভারতের
উচ্চশির ক্ষত্র সবে—
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে রহি'
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে।
—এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ম্বরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারিগলে !

অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি,
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণ-মূলে;
স্বর্গ হইতে বাণে-ভরা তূণ
নেমে এল' তা'র পৃষ্ঠে দুলে।
তব দয়িতের ভুজ বীর্য্যে
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কি না,
সে কথা জানেনা বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটীরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চপতি!
নিশীথ-ঝিল্লী থামিল কাননে,
বিকারবিহীন তুমি গো সতি!
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি?
উঠেছে অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ব তুচ্ছ মানি'!
বিবাহ-আসরে বামাঙ্গে
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
দক্ষিণী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা—হাসি' পার্থবীরে,

কৃষ্ণা

ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে।
পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি' জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে—তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাং-খোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে!
কেহ বলে—তুমি অন্য জন্মে
স্বামি লাগি' পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি' এক সাথে
তোমারে তাঁদের হৃদয় সঁপে।
—সে সব কাহিনী জানি বা না জানি,
তেজস্বিনী গো, তোমারে চিনি,
আপন যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্ম জন্ম তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে' গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধিল, পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।

মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী —
সে দিল পরখ অনলে পশি',
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কবি ?

রাজসূয়ে যাঁ'রা করেছিল রাণী,
জুয়া খেলি' তোমা বেচিল তাঁ'রা,—
হে শিখারূপিণি, না জানি কেমনে
তখনো জ্বলনি ধৈর্য্যহারা !
মর্ম্মান্তিক অপমানে জাগি'
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি,
শুনিলে যখন আজ হ'তে তুমি
নূতন রাজার পুরাণো দাসী !
দস্যুকীট সে রাজশাসন
কটি হ'তে তব বসন টানে !
হুতাশন হ'তে হুতাশনশিখা
গাণ্ডীব বিনা কে ছিনায়ে আনে ?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,
ধর্ম্মদেবেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যা'দের দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে' নিলে নরের রাজ্য
কত নিরুপায় নিখিল নারী :
প্রমোদবাসরে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তা'রি।

সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
কুটিল তোমার নয়নপাতে,
দেখিলে চাহিয়া—কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের, শকুনি সাথে!
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে?
ধর্ম্ম সে শুধু নরের জন্য,
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে!
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম,
মর্ম্মে সেদিন বুঝিলে মাতা,—
ক্রূর নরোত্তম দুর্য্যোধন যে
বিমূঢ় গদাক্ষ ভীমেরই ভ্রাতা!
সেদিন আকাশে লিখে' দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।

তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণমেঘের বক্ষে ফুটে'
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণা জাগা'ল?
সারা অম্বর ছিঁড়িয়া লুটে!
বর্ষাবারিত দাবাগ্নিসম
ভ্রম' বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্ব্বে
নারীজীবনের সর্ব্ব দুখই।

হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রাণীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বামপদে তোমা প্রহার করে!
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে,
পতঙ্গসম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে!

ঘুরে' যায় চাকা,—দূরে যায় দেখা—
প্রলয়শীর্ষে ছুটেছ রাণি,
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি'।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়িল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে!
মরে কুরু—মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্ব্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে' মারে সাতবীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কা'রে?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী।

যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,—
কে লুটে ধরায় ভগ্ন-উরু।

—তবু কোথা শেষ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্তঘাতক করে,—
কাঁদে ফাল্গুনী, কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ঝরে!
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়াছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার র'য়েছে বাকি!
দিলে অনুমতি—'নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে'—
দিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।'
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শুনি মাটির তলে,
অমর তাহার দেহ-দীপাধারে
কি অনির্ব্বাণ মরণ জ্বলে।

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোনও ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিত্তে!

সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
 শূন্য তোমার দেউল-তলে,
কোথা ধূপমালা, উপচারথালা ?
 শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে !
ম্রিয়মাণ তা'র পাণ্ডুর ভাতি
 কাঁপে মন্দির অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
 মূর্চ্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহেনা আরতি,
 সে অনলে আর বহেনা হুত ;
বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
 নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত !
মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে
 চাহিয়া সে শীত-নিশীথ-নভে,
দূরে দূরে যা'রা জ্বলিছে নীরবে
 হাতছানি তা'রা দিল কি সবে ?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
 ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
 যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা ?

*   *   *   *

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
 যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল ?
 হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !*

---

* আমারই অনুরোধক্রমে কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থে লিখিত ভারতকথার সুরের সহিত ইহার সুরও মিলিয়াছে। তাই, মহাভারতীর "কৃষ্ণা" কথাতেই মহাভারতীর শেষ করা গেল।—লেখক